উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ক নির্দেশিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

সহযোগিতায়

Upazila Integrated Capacity Development Project
Japan International Cooperation Agency (JICA)

২০২১

সূচিপত্র

আদ্যক্ষর এবং শব্দসংক্ষেপসমূহ ..... ক

ভূমিকা ..... গ

অধ্যায় এক: উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র, ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা এবং PDCA চক্রের ধারণাসমূহ ১

১.১ উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ ১

১.১.১ উন্নয়ন পরিকল্পনা ১

১.১.২ উন্নয়ন পরিকল্পনার তাৎপর্য ১

১.১.৩ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া ১

১.১.৪ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগী প্রতিষ্ঠান/সংগঠন ১

১.১.৫ উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র ১

১.২ ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (RBM) এবং PDCA চক্র (PDCA Cycle) ২

অধ্যায় দুই: বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ, উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনার আইনি কাঠামো এবং উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ৩

২.১ বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ ৩

২.২ উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ ৪

২.৩ উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনার আইনি কাঠামো ৪

২.৪ উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য পরিকল্পনা এবং নির্দেশনাসমূহ ৬

২.৫ উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ৬

অধ্যায় তিন: উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ৯

৩.১ পটভূমি ৯

৩.২ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান উপাদানসমূহ ৯

৩.২.১ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ (Situation Analysis) ৯

৩.২.২ রূপকল্প (Vision) ১০

৩.২.৩ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ১০

৩.২.৪ পরিমাপযোগ্য সূচকসহ প্রত্যাশিত ফলাফল ১০

৩.২.৫ উন্নয়ন কৌশল এবং অগ্রাধিকার নির্ধারণ ১১

৩.২.৬ পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন (M&E) পরিকল্পনা ১১

৩.৩ উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চক্রের মূল ধাপসমূহ ১১

৩.৩.১ অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা এবং স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি এবং পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি দল (TGP) কর্তৃক একটি বার্ষিক/পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ ১২

৩.৩.২ উপজেলা পরিষদ কর্তৃক বিস্তারিত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা/ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্ম পরিকল্পনা পর্যালোচনা এবং অনুমোদন ১৩
৩.৩.৩ হস্তান্তরিত বিভাগ কর্তৃক অংশীজনদের সাথে পরামর্শকরণ ১৪
৩.৩.৪ উপজেলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও সম্পদের চিত্রায়ন ১৪
৩.৩.৫ বাজেট প্রাক্কলন এবং অগ্রাধিকার নির্ণয় ১৪
৩.৩.৬ রূপকল্প নির্ধারণ ১৫
৩.৩.৭ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচকসহ ফলাফল নির্ধারণ এবং খসড়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ১৫
৩.৩.৮ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে খসড়া পরিকল্পনা শেয়ার করা ১৬
৩.৩.৯ উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুমোদন ১৬
৩.৩.১০ অনুমোদিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রকাশ ও প্রচার ১৭
৩.৩.১১ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ১৭
৩.৩.১২ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ১৭
অধ্যায় চার: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ১৯
৪.১ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল বিষয়বস্তু ১৯
৪.২ উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের (AP cycle) মূল ধাপসমূহ ১৯
৪.২.১ উপজেলা কমিটি এবং হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কর্মকর্তাদের অংশীজনদের পরামর্শ গ্রহণ (এপ্রিল) ২০
৪.২.২ উপজেলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং সম্পদের চিত্রায়ন (এপ্রিল) ২০
৪.২.৩ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার বাজেট প্রাক্কলন ২০
৪.২.৪ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অভীষ্ট নির্ধারণ এবং প্রকল্প নির্বাচন ২১
৪.২.৫ উপজেলার খসড়া বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উপজেলা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদন ২২
৪.২.৬ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ২৩
৪.২.৭ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা ২৩
পরিশিষ্ট ২৫

আদ্যক্ষর এবং শব্দসংক্ষেপসমূহ

সংক্ষিপ্ত রূপ	ইংরেজি পূর্ণরূপ	বাংলা পূর্ণরূপ
ADP	Annual Development Program	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী
AP	Annual plan	বার্ষিক (উন্নয়ন) পরিকল্পনা
CBO	Community Based Organization	কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন
CSO	Civil Society Organization	সুশীল সমাজ সংগঠন
DC	Deputy Commissioner	জেলা প্রশাসক
DDLG	Deputy Director, Local Government	উপ পরিচালক, স্থানীয় সরকার
DLG	Director, Local Government	পরিচালক, স্থানীয় সরকার
FY	Fiscal Year	অর্থ বছর
FYP	Five-year Plan	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
GOB	Government of Bangladesh	বাংলাদেশ সরকার
LGI	Local Government Institutions	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান
LGD	Local Government Division	স্থানীয় সরকার বিভাগ
MDG	Millennium Development Goals	সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা
M&E	Monitoring and Evaluation	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন
MoLGRD&C	Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperatives	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
MP	Member of Parliament	জাতীয় সংসদ সদস্য
NGO	Non-governmental Organization	বেসরকারি সংস্থা
NILG	National Institute of Local Government	জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট
PSC	Project Selection Committee	প্রকল্প বাছাই কমিটি
PDCA	Plan-Do-Check-Act	পরিকল্পনা-বাস্তবায়ন-পরিবীক্ষণ-পদক্ষেপ
SDG	Sustainable Development Goals	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা
TGP	Technical Group for Planning	পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি দল
TLD	Transfer Line Department	হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ
TLCC	Town Level Co-ordination Committee	টাউন লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি
UDCC	Union Development Co-ordination Committee	ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি
UCFBPLRM	Upazila Committee on Finance, Budget, Planning and Local Resource Mobilization	অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা এবং স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি
UNO	Upazila Nibrahi Officer	উপজেলা নির্বাহী অফিসার
UP	Union Parishad	ইউনিয়ন পরিষদ
UZP	Upazila Parishad	উপজেলা পরিষদ

ভূমিকা

উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধারণাটি অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক। বাংলাদেশের সংবিধানে (অনুচ্ছেদ ৫৯) স্থানীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। সংবিধানের নির্দেশনার আলোকে পরবর্তীতে জাতীয় সংসদে এই সংক্রান্ত আইন জারির মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করার বিষয়ে আইনি বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়। এতদসত্ত্বেও স্থানীয় সরকার এর কোনো স্তরেই উন্নয়ন পরিকল্পনার আইনি বাধ্যবাধকতার বিষয়টি খুব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়নি। কিন্তু একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, উপজেলাসহ স্থানীয় যে কোনো পর্যায়ে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে কার্যকর ও বেগবান করার ক্ষেত্রে সুষ্ঠু উন্নয়ন পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। স্থানীয় সরকার বিভাগ ২০১৪ সালে বাংলাদেশের সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত একটি সার্বজনীন (Generic) নির্দেশিকা জারি করে। কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে এই কথা অনস্বীকার্য যে, বিভিন্ন স্তরের স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন চাহিদার মধ্যে সাধারণত ব্যাপক ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। এই বিবেচনায়, স্তরভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধারণাটি যে আদর্শ এবং যৌক্তিক, তা নিয়ে কোনো বিতর্কের অবকাশ নেই। বর্তমানে উপজেলা পর্যায়ের অংশীজনদের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণের বিস্তারিত পদ্ধতি ও ধাপ সম্পর্কে ধারণা প্রদানের মত বিশদ কোনো নির্দেশিকা নেই। তৎপরিপ্রেক্ষিতে উপজেলার জন্য সদ্য প্রণীত এই উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্দেশিকা বর্ণিত শূন্যতা পূরণে সমর্থ হবে একথা নিশ্চিত করে বলা যায়।

তাছাড়া সকল উন্নয়ন অংশীজনকে (NGO, CSO, CBO) অধিকতর উন্নত ও অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা চক্র প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদানও এই উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্দেশিকার উদ্দেশ্য যাতে তারা তাদের 'সাধারণ কৌশলগত স্থানীয় উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ' (Common Strategic Local Development Goals) অর্জনে অংশগ্রহণ করতে ও অবদান রাখতে পারে।

"উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ক নির্দেশিকা"-র প্রয়োজনীয়তা

উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে উপজেলা পরিষদের আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্থানীয় সরকার বিভাগ সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত একটি নির্দেশিকা জারি করে (স্মারক নং ৪৬.০৪৬.০০৬.০০.০০.০০১.২০১২-১০৫৭, তারিখ ২ নভেম্বর ২০১৪)। নির্দেশিকাটিতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সার্বিক কাঠামো এবং সকল স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের পালনীয় সাধারণ নীতিসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে, উপজেলার উন্নয়ন চাহিদা মোকাবেলার জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা প্রণয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়।

এই উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্দেশিকাটি ২০১৪ সালের নির্দেশিকার ধারাবাহিকতায় এর মূল বিষয়বস্তুসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি সুনির্দিষ্টভাবে উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ব্যাপক ও সমন্বিত কাঠামোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্দেশিকাটি উপজেলা পরিষদকে কিছু বিষয়ে অধিকতর স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করবে। যেমন- ক) উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র কি, খ) উপজেলা পর্যায়ে এটি কীভাবে প্রণয়ন ও পরিচালনা করা যায়, এবং গ) টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে পরিকল্পনা চক্রের সাথে কীভাবে ফলাফল-ভিত্তিক (Result-Based) ব্যবস্থাপনা এবং PDCA[১] এর কার্যকর সামঞ্জস্য বিধান করা যায়। একই সাথে, উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্দেশিকাটি যতটা সম্ভব ব্যবহারকারী-বান্ধব করার চেষ্টা করা হয়েছে।

উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্দেশিকাটি নিম্নলিখিত সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে:

ক) উন্নয়ন পরিকল্পনার মৌলিক বিষয়সমূহ এবং উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের (উদাঃ প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (M&E) এবং রিপোর্টিং) সহজ, সামগ্রিক ও সমন্বিত কাঠামোর বিষয়ে ব্যবহারকারীদেরকে উন্নততর ধারণা প্রদান;

[১] Plan-Do-Check-Act (অনুচ্ছেদ ১.২ দ্রষ্টব্য)

খ) ব্যবহারকারীদেরকে ফলাফল-ভিত্তিক (Result-Based) ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া সম্পর্কে আরও ভালভাবে বুঝতে সহায়তা করবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ কীভাবে অধিকতর ফলাফলভিত্তিক ও পরিমাপযোগ্য করে তোলা যায়, সেই বিষয়ে ধারণা প্রদান। এই পরিকল্পনা জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ, যেমন- প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, অনুরূপভাবে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫ এর লক্ষ্যের সাথে যে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে এই বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা;

গ) উপজেলা পর্যায়ের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সামগ্রিক ধারণা ও নীতিসমূহ এবং সেই সাথে উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন কাজে ব্যবহারযোগ্য সকল সম্পদের কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের মূল বিষয়বস্তুসমূহ, ধাপসমূহ এবং প্রক্রিয়াসমূহের সাথে ব্যবহারকারীদের পরিচয় করানো; এবং

ঘ) প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে কীভাবে উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং রিপোর্টিং এর ব্যবস্থা আরও কার্যকর ও টেকসই করা যায় ব্যবহারকারীদেরকে সে সংক্রান্তে সম্যক ধারণা প্রদান।

উপজেলা পরিষদ মধ্য স্তরের একটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিধায় এই উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্দেশিকাটি উলম্ব (Vertical) এবং অনুভূমিক (Horizontal) সংযোগ এবং সহযোগিতার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছে। উলম্ব সংযোগ (Vertical Linkage) বলতে উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনাকে শুধুমাত্র জেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা, জাতীয় উন্নয়নের সার্বিক কৌশলগত দিকনির্দেশনা, খাতভিত্তিক উন্নয়ন লক্ষ্য এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনার সাথে সংযোগকেই বুঝায় না, পাশাপাশি ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার উন্নয়ন পদক্ষেপসমূহের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়াকে বুঝায়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে এই পারস্পরিক সংযোগ উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনায় সামঞ্জস্যতা ও সংগতি নিশ্চিত করবে। অনুভূমিক সংযোগ বলতে উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে অন্যান্য উন্নয়ন তহবিল দ্বারা বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সংযোগকে বুঝায় (যেমনঃ জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ, পৌরসভা, সংসদ সদস্য, ইউনিয়ন, NGO, বেসরকারি খাত এবং অন্যান্য দাতা সংস্থা)। এখানে বিস্তারিত একটি সম্পদের চিত্রায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভার অর্থের মাধ্যমে বাস্তবায়িত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকেও বিবেচনা করা উচিত। সাধারণত দেখা যায় যে, নির্দিষ্ট একটি বছরে উপজেলা পরিষদ কর্তৃক ব্যয়িত উন্নয়ন তহবিলের পরিমাণ ঐ উপজেলার উন্নয়নে ব্যয়িত সমুদয় অর্থের মাত্র ৫-৭%। উপজেলা এলাকার সমুদয় উন্নয়ন তহবিলের প্রায় ৮০-৯০ ভাগ অর্থ আসে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে। তাই, উপজেলা পরিষদ ও জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় অর্থায়নকৃত উদ্যোগসমূহের দ্বৈততা (Duplication) এড়াতে এবং সর্বাধিক সাযুজ্য (Synergy) সৃষ্টি করতে এটা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। উপজেলা পরিষদের মধ্যে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের সাথে সমন্বয় বৃদ্ধির মাধ্যমে এটি করা যেতে পারে। বেসরকারি সংস্থা (NGO), সুশীল সমাজ সংগঠন (CSO), বেসরকারি খাত এবং সাধারণ নাগরিকসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথেও অনুভূমিক সংযোগ প্রসারিত করা প্রয়োজন।

এই উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্দেশিকাটিতে ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যাতে উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রত্যাশিত অভীষ্ট (Targets) ও ফলাফল (Outcomes) অর্জন করার মাধ্যমে মূল লক্ষ্য (Goal) এবং উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives) অর্জন করা যায় এবং যা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নকালে নির্ধারিত পরিমাপযোগ্য সূচকসমূহের বিপরীতে মূল্যায়ন করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে, এই উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্দেশিকাতে উপজেলা পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম নিশ্চিতকল্পে PDCA চক্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

অধ্যায় একঃ উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র, ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা এবং PDCA চক্রের ধারণাসমূহ

১.১ উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ

যেহেতু সংবিধান ও উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ অনুসারে উপজেলা পরিষদ তার নিজস্ব উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত, তাই উপজেলা পরিষদকে তার নিজস্ব উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে। এজন্য, উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ সম্পর্কে ধারণা থাকা আবশ্যক।

জাতীয় পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো। এ বিষয়গুলো উপজেলা পরিষদসহ অন্যান্য সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

১.১.১ উন্নয়ন পরিকল্পনা

প্রচলিত অর্থে উন্নয়ন পরিকল্পনা হলো জাতীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত যৌক্তিক এক প্রক্রিয়া, যা একটি দেশের ভবিষ্যৎ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত বিষয়সমূহ নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে।

১.১.২ উন্নয়ন পরিকল্পনার তাৎপর্য

উন্নয়ন পরিকল্পনা এই জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে, এটি জাতিকে একটি রূপকল্প প্রদান করে এবং দেশ ও দেশের মানুষের স্বার্থে তা অর্জনের লক্ষ্যে সরকার সম্মিলিতভাবে কাজ করে থাকে।

১.১.৩ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া

একটি দীর্ঘমেয়াদী রূপকল্পের উপর ভিত্তি করে একটি দেশের সুস্পষ্ট উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা হিসাবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এর মাধ্যমে সরকার তার উন্নয়ন কৌশল স্থির করতে পারে এবং মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অর্জনের জন্য অর্থসম্পদ ও মানব সম্পদ সর্বাধিক কার্যকরভাবে এবং দক্ষতার সাথে বণ্টন এবং এর কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের জন্য প্রতি অর্থবছরের জন্য একটি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়ে থাকে।

১.১.৪ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগী প্রতিষ্ঠান/সংগঠন

উন্নয়ন পরিকল্পনা জনকেন্দ্রিক হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতের পূর্বে এবং প্রস্তুতকালে অবশ্যই নাগরিকদের সাথে পরামর্শ করতে হবে। এরূপ পরামর্শ উক্ত পরিকল্পনায় নাগরিকদের সমর্থন পেতে সাহায্য করবে। এটি অনস্বীকার্য যে, জনসম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা গেলে জনগণ পরিকল্পিত লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখতে অনুপ্রাণিত হবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন পেশাজীবী, শ্রমজীবী ও প্রান্তিক মানুষের মতামত সংগ্রহ করা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এরূপ জনসম্পৃক্ততা নিশ্চিত করার কাজটি কার্যকরভাবে করতে পারলে জনগণ পরিকল্পনার ফলাফল (Outcome) পরিবীক্ষণ, ফলাফল (Result) মূল্যায়ন এবং পরিশেষে প্রভাব মূল্যায়নে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দায়িত্ব নিতে আগ্রহী হবে।

১.১.৫ উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র

উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশলের একটি সাধারণ লক্ষ্য হলো জনজীবনের উন্নয়ন সাধন। উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করার পর তা বাস্তবায়ন করতে হয়; অতঃপর নির্ধারিত লক্ষ্য ও সূচকের বিপরীতে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হয়। এ থেকে অর্জিত জ্ঞান পরবর্তী উন্নয়ন পরিকল্পনায় ব্যবহার করতে হবে। তাই, আদর্শ উন্নয়ন পরিকল্পনা একবার অনুশীলনের বিষয় নয়; বরং এতে রয়েছে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং অর্জিত শিখন (যা পরবর্তী পরিকল্পনায় ব্যবহার করা যাবে) সম্বলিত একটি চক্রাকার প্রক্রিয়া। উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের ব্যবস্থাপনার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ ও মানবসম্পদসহ একটি ভালো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোও গুরুত্বপূর্ণ।

১.২ ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (RBM) এবং PDCA চক্র (PDCA Cycle)

ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনাকে "উন্নতমানের কর্মদক্ষতা ও প্রদর্শনযোগ্য ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে একটি বিস্তৃত ব্যবস্থাপনা কৌশল" হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা হিসাবে পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন একসাথে হয়ে থাকে। ভালো উন্নয়ন পরিকল্পনার ফলাফল হচ্ছে প্রত্যাশিত উন্নয়ন ফলাফল অর্জনের জন্য সঠিক ব্যবস্থাপনা। "ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনার" মৌলিক ধারণাসমূহ "উন্নয়ন ফলাফলের জন্য ব্যবস্থাপনায়" প্রয়োগ করা হয়। ভালো ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা একটি চলমান প্রক্রিয়া। অর্থাৎ এতে রয়েছে ক্রমাগত ফিডব্যাক, শিখন (Learning) এবং উন্নয়নের জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ। পরিবীক্ষণ এবং এই ক্ষেত্রে মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত শিখনের উপর ভিত্তি করে বিদ্যমান পরিকল্পনা নিয়মিত সংশোধন করা হয়, এবং এই প্রাপ্ত শিখনসমূহের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

পরিবীক্ষণও (Monitoring) একটি চলমান প্রক্রিয়া। পরিবীক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত শিখন সময় সময় আলোচনা করা হয় এবং কর্মকান্ডে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করা হয়। পরিকল্পনা চলমান থাকা কালে পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কর্মসূচির অগ্রগতি মূল্যায়ন হওয়া উচিত এবং নতুন পরিকল্পনা প্রণয়নকালে সংশ্লিষ্টদেরকে তা অবহিত করা উচিত। PDCA (পরিকল্পনা-বাস্তবায়ন-পরিবীক্ষণ-পদক্ষেপ) চক্রের এই প্রক্রিয়াকে ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনার (RBM) জীবন চক্র বলা হয়ে থাকে।

একটি পদ্ধতি হিসেবে ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা এবং তার ব্যবহার তখনি অধিকতর কার্যকর হয়ে উঠে যখন এর সাথে যথাযথ জবাবদিহিতা আর প্রণোদনার ব্যবস্থা যুক্ত হয়- যা প্রকারান্তরে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কাঙ্খিত আচরণকে প্রভাবিত করতে পারে। অন্যদিকে, RBM-কে শুধুমাত্র পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ এবং ফলাফল মূল্যায়নের একটি পদ্ধতি বা টুল হিসেবে দেখা উচিত নয়। এটিকে ফলাফল কেন্দ্রিক একটি সংস্কৃতি বিকাশের উপায় হিসেবেও দেখা উচিত যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সবাই অর্জিত ফলাফল, তাদের কর্মকান্ড ও আচার আচরণ এর জন্য দায়বদ্ধ থাকবে।

একইভাবে, PDCA চক্র অনুসারে, এই উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্দেশিকাটি সময়ে সময়ে পর্যালোচনা করা হবে এবং প্রয়োজন হলে সংশোধন/ হালনাগাদের সুপারিশ করা হবে। স্থানীয় সরকার বিভাগ উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার নির্দেশিকা তদনুযায়ী সংশোধন করবে বা প্রয়োজনে সংশোধনী যুক্ত করবে।

অধ্যায় দুইঃ বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ, উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনার আইনি কাঠামো এবং উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

২.১ বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ

বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ প্রণয়নের দায়িত্ব পরিকল্পনা কমিশনের উপর ন্যস্ত। উল্লেখ্য, স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়।

(১) জাতীয় পরিকল্পনাসমূহ

বাংলাদেশের জাতীয় পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছে, দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১; অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫; ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি[২]। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সংস্থা হিসেবে পরিকল্পনা কমিশনের দায়িত্ব হল সরকারের চিন্তাধারা, আকাঙ্খা এবং রাজনৈতিক এজেন্ডাসমূহকে ব্যষ্টিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিতে রূপান্তর করা এবং সেগুলোকে দীর্ঘমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা। পরিকল্পনা কমিশন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ এবং অনুমোদনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনার মূল বিষয়বস্তুসমূহ হচ্ছে ক) সুশাসন, খ) গণতন্ত্র, গ) বিকেন্দ্রীকরণ এবং ঘ) সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সকল ধরনের দারিদ্র্য নির্মূল করে ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হওয়া।

এছাড়াও, ২০১৫ সালে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করায় বাংলাদেশ ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

(২) খাতভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

খাতভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে নির্দিষ্ট কোন খাতের জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা; উদাহরণস্বরূপ - কৃষি, মৎস্য, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, যোগাযোগ ইত্যাদি। একটি সুনির্দিষ্ট খাতের পদ্ধতিগত ও টেকসই বিকাশের সুস্পষ্ট লক্ষ্যে এধরনের খাতভিত্তিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়। পরিকল্পনা কমিশন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় উপরে বর্ণিত জাতীয় পরিকল্পনাসমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে খাতভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত।

উদাহরণস্বরূপ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সাথে আলোচনার মাধ্যমে দুটো খাতের কৌশলপত্র (স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন খাত এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত) প্রস্তুত করা হয়েছিলো যা ২০১৮ সালে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। অবকাঠামো ও যোগাযোগ খাতের জন্য **২০০৭ সালের বাংলাদেশ রোড মাস্টার প্লান** এবং স্বাস্থ্য খাতের জন্য **২০১০ সালের স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টি খাতের কৌশলগত পরিকল্পনাও** খাতভিত্তিক পরিকল্পনার উদাহরণ। **২০১৩ সালের জাতীয় পশুপালন সম্প্রসারণ নীতিও** পশুপালন খাতের জন্য অনুরূপ একটি পরিকল্পনা কাঠামো প্রদান করে। এছাড়াও, খাত উন্নয়ন নীতি ও পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে **জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮** এবং **জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০০৪**। এসব খাতভিত্তিক পরিকল্পনা বিভিন্ন পর্যায়ে প্রণয়ন করা হয়। খাতভিত্তিক পরিকল্পনার জন্য সরকার কর্তৃক জারিকৃত কোন একক বিধিমালা বা নির্দেশিকা নেই। এ ধরনের খাতভিত্তিক পরিকল্পনাসমূহ জাতীয় পরিকল্পনার সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। তাই, উপজেলা পরিষদের পরিকল্পনাগুলোও খাতভিত্তিক পরিকল্পনাগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

[২] প্ল্যানিং কমিশন ওয়েবসাইট http://www.plancomm.gov.bd/functions/

২.২ উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ

(৩) উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা

উপজেলা পর্যায়ে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, স্থানীয় চাহিদা, অগ্রাধিকার, সক্ষমতা ও সম্পদের প্রাপ্যতা বিবেচনা করে উপজেলা পরিষদকে পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনায় ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের (অনুভূমিক সমন্বয়) চাহিদা ও অগ্রাধিকারের প্রতিফলন থাকা বাঞ্ছনীয়। অধিকন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ও একীভূত পরিকল্পনার সমষ্টিই হওয়া উচিত উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনার বিষয়বস্তুর অংশ। একই সাথে বলা যায় যে , উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা জাতীয় ও খাতওয়ারি পরিকল্পনাসমূহের লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে এবং স্থানীয় বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে জাতীয় ও খাতওয়ারি লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখবে (উলম্ব সমন্বয়), এটাই প্রত্যাশিত।

- **উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা**

উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা উপজেলা পরিষদের একটি মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা। এটি সচরাচর উপজেলা পরিষদের নির্বাচনী সময়ের সাথে সম্পর্কিত। এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়াটি ব্যাপক প্রকৃতির হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং এতে সকল অংশীজনের যেমন, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ, NGO, বেসরকারি খাত এবং উপজেলার নাগরিকদের চাহিদা ও চ্যালেঞ্জ প্রতিফলিত হবে এবং এটি হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক। এতে রূপকল্প (Vision), লক্ষ্য (Goal), অভীষ্ট (Target), উন্নয়ন ফলাফল (Development Outcome) তথা পরিমাপযোগ্য সূচকসহ প্রত্যাশিত পরিবর্তন, এবং বাস্তবায়নের একটি সময়সূচি থাকবে। এতে পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন (M&E) প্রক্রিয়াও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন তা জেলা ও জাতীয় পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং সেগুলোতে অবদান রাখতে পারে।

- **উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা**

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা মূলত উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বছরভিত্তিক বিন্যাস। এতে বিস্তারিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, পরিমাপযোগ্য সূচকসহ অভীষ্ট (Target) এবং প্রকল্প ব্যয়, অর্থের উৎস, বাস্তবায়ন পদ্ধতি, বাস্তবায়নকারী সংস্থাসহ প্রকল্পের তালিকা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তাছাড়া পরিবীক্ষণ পদ্ধতি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট তথ্যও এতে উল্লেখ থাকবে।

২.৩ উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনার আইনি কাঠামো

সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (LGIs) জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন একটি আইনি বাধ্যবাধকতা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের **সংবিধানের** ৫৯ নং অনুচ্ছেদে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জনসেবা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং বাস্তবায়নের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও, **উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮** এর ধারা ২৩ (দ্রষ্টব্যঃ ২য় তফসিল এর- ১ নং ক্রমিক) অনুসারে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা উপজেলা পরিষদের জন্য বাধ্যতামূলক কাজ। একইভাবে উক্ত আইনের ৪২ নং ধারায় পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া এবং বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হয়েছে।

ক. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

"৫৯। স্থানীয় শাসন

(১) আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।

(২) এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন-সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন, এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান যথোপযুক্ত প্রশাসনিক একাংশের মধ্যে সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন এবং অনুরূপ আইনে নিম্নলিখিত বিষয় সংক্রান্ত দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে:

(ক) প্রশাসন ও সরকারি কর্মচারীদের কার্য;
(খ) জনশৃংখলা রক্ষা;
(গ) জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।"

"৬০। স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা সংক্রান্ত

এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীকে পূর্ণ কার্যকরতাদানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন।"

খ. উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮

ধারা ২৩: পরিষদের কার্যাবলী

১) দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত কার্যাবলী পরিষদের কার্যাবলী হবে এবং পরিষদ তার তহবিলের সংগতি অনুযায়ী এই কার্যাবলী সম্পাদন করবে।

দ্বিতীয় তফসিল (উপজেলা পরিষদের কার্যাবলী)-এর ১ নং ক্রমিক নিম্নরূপঃ
(১) উপজেলা পরিষদ পাঁচশালা ও বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে।

ধারা ৪২: উন্নয়ন পরিকল্পনা

১) পরিষদ তার এখতিয়ারভুক্ত যে কোন বিষয়ে তার তহবিলের সংগতি অনুযায়ী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করতে পারবে এবং এইরূপ পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে পরিষদের এলাকাভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদ বা উক্ত এলাকায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে জড়িত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ বা কোন ব্যক্তি বিশেষের পরামর্শ বিবেচনা করতে পারবে।

২) উক্ত পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধান থাকবে, যথা:-

ক) কি পদ্ধতিতে পরিকল্পনার অর্থ যোগান হবে এবং তার তদারক ও বাস্তবায়ন হবে;
খ) কার দ্বারা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে;
গ) পরিকল্পনা সম্পর্কিত অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী।

৩) পরিষদ তার প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের সুপারিশ গ্রহণপূর্বক তার একটি অনুলিপি বাস্তবায়নের পূর্বে সরকারের নিকট প্রেরণ করবে এবং জনসাধারণের অবগতির জন্য পরিষদের বিবেচনায় যথাযথ পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে বা ক্ষেত্র বিশেষে তাঁদের মতামত বা পরামর্শ বিবেচনাক্রমে উক্ত পরিকল্পনা সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

গ. উপজেলা পরিষদ (কর্মসূচি বাস্তবায়ন) বিধিমালা, ২০১০

বিধি ৫: আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য, আইনের বিধানাবলিকে ক্ষুণ্ন না করে, নিম্নবর্ণিত আর্থিক, উন্নয়নমূলক, অপারেশনাল, সমন্বয় ও বিবিধ বিষয়সমূহ উপজেলা পরিষদের সভায় উপস্থাপন করতে হবে। যথা:-

উন্নয়নমূলক:
৫(২) উপজেলা পরিষদের-পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং প্রস্তুতকৃত ও হালনাগাদকৃত পরিকল্পনা বই।

ঘ. উপজেলা পরিষদ বাজেট (প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন) বিধিমালা, ২০১০

বিধি ১৩: বাজেটে উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ বা খাতসমূহ পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার নিরিখে করতে হবে এবং পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত নাই এমন নতুন প্রকল্পের জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখা যাবে না।

২.৪ উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য পরিকল্পনা এবং নির্দেশনাসমূহ

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০) উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবিত কার্যাবলী **(অনুচ্ছেদ ৭.২.৬)** উল্লেখ রয়েছে। এ সকল কার্যাবলীর মধ্যে জাতীয় পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা, স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা, পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দেশিকা প্রণয়ন এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করা ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের ২ নভেম্বর ২০১৪ তারিখের ৪৬.০৪৬.০০৬.০০.০০.০০১.২০১২-১০৫৭ নং স্মারকে জারিকৃত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকায় উপজেলা পর্যায়ে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সার্বিক কাঠামো প্রদান করা হয়েছে। সকল স্থানীয় সরকারের জন্য সাধারণভাবে প্রযোজ্য হলেও এতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় রয়েছে। যেমন- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে (বর্তমানে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা) সংযোগ, জেন্ডার মূলধারায় অন্তর্ভুক্তি (Gender Mainstreaming), জেলা এবং জাতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য নিশ্চিতকরণ এবং উপজেলা পর্যায়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন।

২.৫ উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

প্রথম অধ্যায়ের বর্ণনা অনুযায়ী একটি আদর্শ উন্নয়ন পরিকল্পনা একবার অনুশীলনের বিষয় নয় বরং এটি উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত। তাই, এর জন্য শক্তিশালী একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র ব্যবস্থাপনার জন্য সুপারিশকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নরূপঃ

(১) উপজেলা পরিষদ

উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ অনুযায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পূর্ণ দায়িত্ব উপজেলা পরিষদকে অর্পণ করা হয়েছে। সেই সাথে পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বৃহত্তর অংশীজনদের ও উন্নয়ন সহযোগীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হওয়াটাও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এতে পরিকল্পনাসমূহ অধিকতর অংশগ্রহণমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়[৩]। উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রটিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অংশগ্রহণমূলক করার লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ অংশীজন সভা আয়োজনের জন্য রাজস্ব বাজেট থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ নির্দিষ্ট করে রাখতে পারে। যেহেতু উপজেলা পরিষদ তার উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, সেহেতু পরিষদ যথাসময়ে উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজন অনুসারে বিশেষ সভা আয়োজন করবে। উপজেলা পরিষদের নির্বাচন সাধারণভাবে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর মার্চ থেকে জুন মাসের দিকে কয়েক ধাপে অনুষ্ঠিত হয় বিধায় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্ম-পরিকল্পনার সময়সূচি নির্ধারণের ক্ষেত্রে যথাযথ বিবেচনা প্রয়োগ করতে হবে।

(২) উপজেলা কমিটি

কার্যকরভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র পরিচালনা করার জন্য উপজেলা কমিটিসমূহকে সক্রিয় করা গুরুত্বপূর্ণ। এ কমিটিগুলো উপজেলা পরিষদের অত্যাবশ্যকীয় কমিটি এবং এগুলো পরিস্থিতি বিশ্লেষণের সময় সংশ্লিষ্ট খাতের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও প্রকল্পসমূহের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে এবং নিজেদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আদান প্রদানে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বিশেষত অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটির[৪] অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে উপজেলা পরিষদ ও হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের নিবিড় সহযোগিতায় এই উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের (যথাঃ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, রিপোর্টিং) ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্ব দেয়া।

---

[৩] উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ এর ধারা ৪২(১)

[৪] অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা এবং স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটির সদস্যদের তালিকা ও কার্যবিবরণী পরিশিষ্ট ১ এ দেয়া হলো

(৩) পরিকল্পনা সংক্রান্ত কারিগরি দল (Technical Group for Planning)

উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা উপজেলা কমিটির পাশাপাশি উপজেলা পরিষদের সদস্য ও সদস্য নন এমন ব্যক্তিদের[৫] সমন্বয়ে প্রকল্প প্রস্তাবনার অনুমোদন পূর্ববর্তী মূল্যায়নের জন্য একটি কমিটি গঠনের সুযোগ রেখেছে। একইভাবে, এ উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্দেশিকাও একটি পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি দল (TGP) গঠনের সুপারিশ করেছে, যা অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি ও উপজেলা পরিষদকে নিয়মিতভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা করবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে এই কমিটির সদস্য সংখ্যা হবে ৫-৮ জন। এরমধ্যে ৩ থেকে ৬ জন সদস্য হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ থেকে এবং ১ থেকে ২ জন সদস্য NGO বা বেসরকারি খাত থেকে নির্বাচন করা যেতে পারে। TGP এর প্রধান কাজগুলো হলোঃ

- উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ এবং উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ ফরম্যাট ও সারণিসমূহ প্রস্তুতকরণ;
- উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য তথ্য উপাত্ত সংগ্রহার্থে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ, উপজেলা কমিটি ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা;
- অন্যান্য উৎস থেকে উপজেলার ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগকৃত সম্পদের চিত্রায়ন ও প্রকল্প বিবরণী সংগ্রহ করা;
- হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কর্মকর্তাদের দ্বারা প্রণীত 'পরিস্থিতি বিশ্লেষণ' পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা এবং উপজেলা কমিটিসমূহ ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহের সাথে আলোচনাক্রমে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা;
- অন্যান্য অংশীজন যেমন NGO, CSO এবং বেসরকারি খাতের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা;
- উপজেলা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্য ও অগ্রাধিকারসমূহের ভিত্তিতে সকল প্রকল্প প্রস্তাবনা যাচাই-বাছাই এর প্রাথমিক কাজটি করা;
- একটি সমন্বিত উপজেলা পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত করা;
- খসড়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উপর উপজেলা পরিষদ, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদসমূহ ও TLD□□ সংশ্লিষ্ট মহলের মতামত একত্রীকরণ এবং এর চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়নে সহায়তা করা এবং চূড়ান্ত খসড়া অনুমোদনের জন্য উপজেলা পরিষদে পেশ করা;
- প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অগ্রগতি ও কর্ম-সম্পাদন প্রতিবেদন তৈরি করে পরামর্শ ও সুপারিশের জন্য অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটির মধ্যমে উপজেলা পরিষদের নিকট পেশ করা।

(৪) প্রকল্প বাছাই কমিটি

হস্তান্তরিত বিভাগ, ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা কর্তৃক দাখিলকৃত দীর্ঘ প্রকল্প প্রস্তাব থেকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় কোন কোন প্রকল্প/স্কিমে অর্থায়ন করা যাবে তা উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় নির্ধারিত অগ্রাধিকার খাত, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রকল্প বাছাই কমিটি যাচাই বাছাইপূর্বক চূড়ান্ত করে উপজেলা পরিষদের অনুমোদনের জন্য তালিকাভুক্ত করে পেশ করবে।

(৫) হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ (TLD)

উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ অনুসারে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কর্মকর্তাগণ উপজেলার নাগরিকদের তাদের নিজ নিজ বিভাগীয় সেবা প্রদানের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদের অংশ হিসেবে কাজ করে থাকেন। আঞ্চলিক ও মাঠ

[৫] ১০ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে ইস্যুকৃত উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা

পর্যায়ে অবস্থান করায় হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কর্মকর্তাগণ স্ব-স্ব বিভাগ সংশ্লিষ্ট আর্থ-সামাজিক ও জনসংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য ও উপাত্ত, উন্নয়ন চাহিদা ও চ্যালেঞ্জ সংগ্রহ এবং অন্যান্য উৎসের (যেমনঃ জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, সংসদ সদস্য, NGO, বেসরকারি ক্ষেত্র, ইউনিয়নগুলোর ADP, ইত্যাদি) মাধ্যমে চলমান ও পরিকল্পিত উন্নয়নমূলক উদ্যোগ সম্পর্কিত তথ্যসমূহ সংগ্রহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবেন। অতএব একথা বলা যায় যে, তারা স্ব-স্ব খাতের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার জন্য সর্বোত্তম অবস্থানে রয়েছেন।

অধ্যায় তিন: উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন

৩.১ পটভূমি

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এমন একটি সামগ্রিক ডকুমেন্ট (Comprehensive Document), যার মাধ্যমে উপজেলার মধ্যমেয়াদী উন্নয়ন নীতি ও কৌশল প্রকাশ পায়। এতে উপজেলার রূপকল্প (Vision), পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং পরিমাপযোগ্য সূচকসহ প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করা হয় এবং একইসাথে উপজেলার উন্নয়ন অগ্রাধিকার খাতসমূহ চিহ্নিত করা হয়। এই অগ্রাধিকার খাতসমূহ উপজেলার জনগণের মতামত এবং আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন নিশ্চিত করার মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিষয়বস্তু জনগণকে অবহিত করা এবং সময়ে সময়ে এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে তাদেরকে অবগত রাখার মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের দায়বদ্ধতা ও কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদের নির্বাচনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া জরুরি[৬]। কারণ, উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের জন্য পরিষদে তাঁদের মেয়াদকালে তাঁদের নির্বাচনী এলাকার জনগণের প্রত্যাশা পূরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা উপজেলার উন্নয়ন সংক্রান্ত একটি মৌলিক দলিল বিধায় এটি একাধারে সামগ্রিক, সমন্বিত ও সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে সহজবোধ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর নির্ধারিত মেয়াদকালে প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে এটি উদ্ধৃতিযোগ্য একটি ডকুমেন্ট হতে হবে। তাছাড়া, প্রতিবছর প্রণীতব্য উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ভিত্তি হিসেবে এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কাজ করবে।

৩.২ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান উপাদানসমূহ

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান উপাদানসমূহ নিম্নরূপ:

৩.২.১ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ (Situation Analysis)

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ বলতে উপজেলায় বসবাসরত জনগণের জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত করে এমন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিষয়গুলোর বিশ্লেষণকে বুঝায়। এটা উপজেলার উন্নয়ন চাহিদা, চ্যালেঞ্জ, সম্ভাব্য উন্নয়ন কার্যক্রম (Development Interventions) এবং এর প্রভাব চিহ্নিত করতে সহায়তা করে। বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার (যেমনঃ জাতীয়, আঞ্চলিক, জেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন) মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধির এবং অধিক সংখ্যক অংশীজনদের কাছ থেকে আর্থ-সামাজিক ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বে একটি আদর্শ এবং বস্তুনিষ্ঠ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের সময় উপজেলায় কী কী উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বর্তমানে চলমান এবং/অথবা উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং সেগুলোর তহবিলের উৎস কী- সে সকল তথ্য সংগ্রহ করা গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত, উপজেলা পর্যায়ে মোট ব্যয়িত উন্নয়ন সম্পদের মাত্র ৫-৭% উপজেলা পরিষদ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। উন্নয়নের বৃহৎ অংশের ব্যয় নির্বাহ হয়ে থাকে অন্যান্য উৎস থেকে; যেমন- সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগ, সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ, পৌরসভা, ইউনিয়ন, NGO/CSO এবং বেসরকারি খাত। তাই, এই সকল উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সঠিক চিত্রায়নের (Mapping) মাধ্যমে দ্বৈততা (Duplication) পরিহার এবং সমন্বয় সাধন ও সাযুজ্য বিধান (Creating Synergy) ছাড়াও উপজেলা পরিষদ তার নিজস্ব সম্পদ অধিকতর দক্ষতার সাথে ও কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হবে।

[৬] উপজেলা নির্বাচন সাধারণত প্রতি পাঁচ বছরে একবার কয়েকটি ভাগে মার্চ থেকে জুনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। তাই, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বিশেষ করে উপজেলা চেয়ারম্যান এর শপথ নেয়ার আগে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন শুরু করা যুক্তিযুক্ত নয়। সুতরাং নির্বাচনের বছরের জুন-জুলাই মাসে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন শুরু হবে।

সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের ব্যাপক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সম্ভাবনা, সুযোগ, সীমাবদ্ধতা এবং চ্যালেঞ্জসমূহের একটি বস্তুনিষ্ঠ চিত্র প্রদান করবে। এটি স্থানীয় উন্নয়ন অগ্রাধিকার নির্ধারণেও সাহায্য করবে। সঠিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপজেলা তার রূপকল্প, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং পরিমাপযোগ্য সূচকসহ প্রত্যাশিত ফলাফল (Outcome) নির্ধারণের কাজটি সহজে ও সঠিকভাবে করতে সক্ষম হবে।

যেহেতু সরকার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা[৭] এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছে সেহেতু পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এসকল ডকুমেন্ট-এ বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য নির্ধারিত সূচকসমূহ বিবেচনায় নেয়া গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য, সরকার ২০১৮ সালে এসডিজি'র পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন কাঠামো প্রস্তুত করেছে[৮]।

সেই সাথে অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে (পূর্বেকার বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে) শিক্ষা নেয়াটাও উপজেলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্লেষণের এ পর্যায়ে যা দেখা দরকার তা হলো- কি অর্জিত হয়েছে আর কি অর্জিত হয়নি এবং কেন? কোন্ উন্নয়ন উদ্যোগ কার্যকর হয়েছে এবং কোনটি হয়নি? কোন্ কোন্ কৌশল আরো শক্তিশালী করা দরকার বা কোনগুলো স্থগিত করা প্রয়োজন? উপজেলা অতীতের উন্নয়ন কর্মকান্ড থেকে লব্ধ শিখন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় ব্যবহার করবে। এই বিষয়টি উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্দেশিকার প্রথম অধ্যায়ের ১.২ অনুচ্ছেদে বর্নিত PDCA চক্রেও জোর দেওয়া হয়েছে।

৩.২.২ রূপকল্প (Vision)

প্রতিটি উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি রূপকল্প থাকা বাঞ্ছনীয়। রূপকল্প হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যতের একটি চিত্র যা উপজেলা পরিষদ দীর্ঘমেয়াদে অর্জন করতে চায়। উপজেলার রূপকল্প জাতীয় পরিকল্পনা এবং নীতির উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা আবশ্যক কারণ উপজেলার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলো জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও তার লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখবে। রূপকল্প উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কৌশলের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

৩.২.৩ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য

নির্ধারিত রূপকল্পের আলোকে এবং পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ পরবর্তী পাঁচ বছরে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে যা অর্জন করতে চায় তাই হবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য। এ ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদের উচিত এমন সব গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহ চিহ্নিত করা, যা রূপকল্পের আওতায় কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনয়নে অবদান রাখবে। উপজেলার অংশীজনদের মালিকানাবোধ (Ownership) নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ প্রক্রিয়াটি যতদূর সম্ভব অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অংশগ্রহণমূলক হওয়া আবশ্যক।

৩.২.৪ পরিমাপযোগ্য সূচকসহ প্রত্যাশিত ফলাফল

পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে যে সকল উন্নয়ন সাধিত হবে সেগুলোই হবে প্রত্যাশিত ফলাফল (Outcomes)। সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা অবশ্যই ফলাফল-ভিত্তিক (Result-Based) হবে। আর এই প্রত্যাশিত ফলাফলসমূহ (Outcomes) অবশ্যই নির্ধারিত সূচকের বিপরীতে পরিমাপযোগ্য হতে হবে। বাংলাদেশ সরকার ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় জাতীয় পর্যায়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন লক্ষ্য স্থির করেছে। উপজেলাসমূহকে তাদের স্থানীয় চাহিদা এবং অগ্রাধিকারের নিরিখে জাতীয় পর্যায়ে স্থিরকৃত লক্ষ্য এবং অভীষ্ট অর্জনে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সরকারের ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৯-এর শেষ ভাগে এবং ২০২০ সালের প্রথম ভাগে প্রণীত হতে যাচ্ছে। সে কারণে উপজেলার ২০১৯-২০২৪ অর্থবছরের জন্য প্রণীতব্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভীষ্টসমূহ জাতীয় অভীষ্টের আলোকে পরিমার্জন/ সংশোধন করে নেয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

---

[৭] টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা হল আন্তঃসরকারি সংস্থাগুলোর সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তে জাতিসংঘে গৃহীত উচ্চাভিলাষী কিছু অভীষ্ট। ২০৩০ সালের মধ্যে ১৬৯ টি লক্ষ্য নিয়ে ১৭ টি অভীষ্ট অর্জন করতে হবে।

[৮] মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন ফ্রেমওয়ার্ক অফ সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস (এসডিজিস)- প্রেক্ষিত বাংলাদেশ; জেনারেল ইকোনোমিক ডিভিশন, প্লানিং কমিশন, মিনিস্ট্রি অব প্লানিং, মার্চ ২০১৮।

৩.২.৫ উন্নয়ন কৌশল এবং অগ্রাধিকার নির্ধারণ

উন্নয়ন কৌশল হলো একটি মধ্যমেয়াদী নীতি-নির্দেশিকা যা কোন্ কোন্ উন্নয়ন পন্থা (Development Approaches) সবচেয়ে কার্যকর এবং দক্ষভাবে উপজেলার রূপকল্প (Vision), পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য (FYP Goals), এবং কাঙ্ক্ষিত ফলাফলসমূহ (Desirable Outcomes) অর্জনে সহায়ক হবে তা তুলে ধরে। এটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদকালে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অর্থায়নের আওতায় কোন্ কোন্ প্রকল্প/স্কিম/উদ্যোগকে অগ্রাধিকার দিতে হবে সে বিষয়ে দিকনির্দেশ করে। উপজেলা পরিষদ তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশলের সাথে জাতীয়, আঞ্চলিক, জেলা, পৌরসভা, ইউনিয়নের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোর কার্যকর সংযোগ স্থাপনের বিষয় বিবেচনা করবে। এক্ষেত্রে জাতীয় ও অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় উপজেলার উন্নয়নে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে তা বিবেচনায় নিতে হবে।

৩.২.৬ পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন (M&E) পরিকল্পনা

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ বার্ষিক ভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবে। পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি দল (TGP) -এর সহায়তায় অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন একীভূতকরণের মাধ্যমে একটি বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন তৈরি করবে। এ বিষয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্দেশিকার পরিশিষ্টে প্রদত্ত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন সংক্রান্ত **ফরম্যাট ৭** দ্রষ্টব্য। কার্যকর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন একটি ফলাফল-ভিত্তিক (Result-Based) প্রক্রিয়া। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাৎসরিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে পরিকল্পনার শুরুতে স্থিরকৃত প্রত্যাশিত ফলাফল (Output) এবং সূচকসমূহ চিহ্নিত করা হয়। অতঃপর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে উক্ত ফলাফল ও সূচক কতটা অর্জিত হয়েছে তা পরিমাপ করতে হবে। উপজেলা কর্তৃক অনুমোদিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি অনুমোদনের পর স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে জেলা পর্যায়ের পাশাপাশি ইউনিয়ন ও পৌরসভায়ও পাঠাতে হবে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাঝামাঝি সময়ে (৩য় বছর) একটি মধ্যমেয়াদী মূল্যায়ন পরিচালনা করতে হবে। প্রয়োজনে মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধন করতে হবে। উক্ত সময়কালের মধ্যে উপজেলার জনগণের জীবনে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা মহামারীর মত আকস্মিক কিছু ঘটলে (উদাহরণস্বরূপ, কোভিড '১৯ মহামারী) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধন করে নেয়া যাবে। পাঁচ বছর শেষে উন্নয়ন পরিকল্পনা থেকে লব্ধ শিখন (Lessons Learnt) চিহ্নিত করার প্রয়াসে একটি চূড়ান্ত মূল্যায়ন করতে হবে, এই শিখনসমূহ পরবর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক হবে।

৩.৩ উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চক্রের মূল ধাপসমূহ

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য উপজেলা পরিষদ নিম্নোক্ত (চিত্র ১ এ প্রদত্ত) পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এখানে প্রতিটি ধাপ যৌক্তিক ধারাবাহিকতায় সাজানো হয়েছে। উপজেলার জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজন এবং অংশীদারদের মধ্যে সর্বোচ্চ উলম্ব (Vertical) এবং অনুভূমিক (Horizontal) সমন্বয় এবং সহযোগিতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রতিটি ধাপ পদ্ধতিগতভাবে সম্পন্ন করাটাও গুরুত্বপূর্ণ।

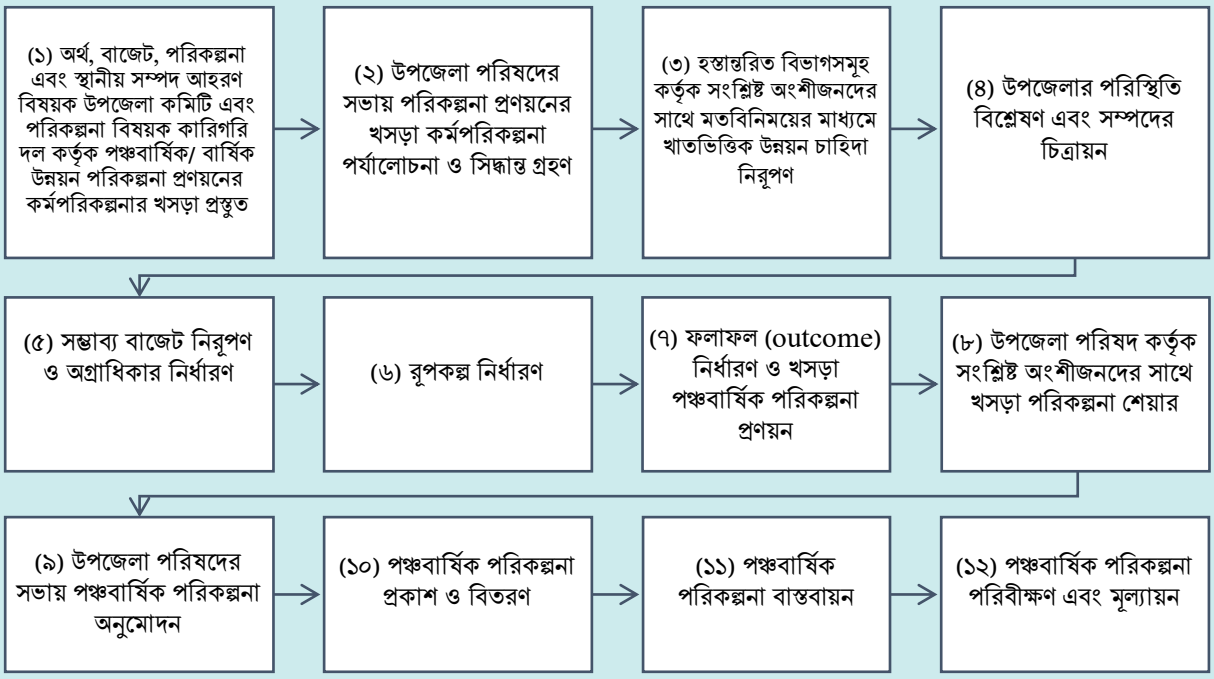

চিত্র ১- উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চক্রের মূল ধাপসমূহ

৩.৩.১ অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা এবং স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি এবং পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি দল (TGP) কর্তৃক একটি বার্ষিক/পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ

সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটি (অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটি) এবং পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি দল (TGP) আলোচনাপূর্বক বার্ষিক/পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য একটি খসড়া কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করবে। এখানে লক্ষণীয় যে, প্রতি পাঁচ বছর পর পর উপজেলাকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পাশাপাশি প্রতিবছর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। তাই, উভয় পরিকল্পনার জন্যই কর্ম পরিকল্পনা থাকা আবশ্যক। এই কর্ম পরিকল্পনা যথাসময়ে উপজেলা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

নিম্নোক্ত সারণি-১ এ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য একটি প্রস্তাবিত কর্ম পরিকল্পনার ফরম্যাট তুলে ধরা হলো। কর্ম পরিকল্পনাটি উপজেলা পরিষদের সময়পঞ্জির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন।

সারণি ১: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্ম পরিকল্পনা

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর তালিকা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা	মন্তব্য
পঞ্চবার্ষিক/বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ	অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটির সাথে পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি দল (TGP)	আগস্ট	নির্বাচনের পরে উপজেলা পরিষদ গঠিত হওয়ার এক মাসের মধ্যে (অথবা উপজেলা কমিটি গঠনের সাথে সাথে)
উপজেলা পরিষদ কর্তৃক কর্ম পরিকল্পনা এবং পরিকল্পিত কার্যক্রমের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ	উপজেলা পরিষদ	আগস্ট	নির্বাচনের পর উপজেলা পরিষদের ১ম বৈঠক / বিশেষ বৈঠকে
অংশীজনদের সাথে পরামর্শকরণ	উপজেলা কমিটিসমূহ/ হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ (পৌরসভা, ইউনিয়নসমূহ ও অন্যান্যদের সাথে)	আগস্ট	উপজেলা কমিটিসমূহ/ হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের মাধ্যমে আলোচনা এবং উন্নয়ন চাহিদা নিরুপণ

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর তালিকা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা	মন্তব্য
উপজেলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ	অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটি /হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ/TGP	সেপ্টেম্বর	আর্থ-সামাজিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ
বিশ্লেষণ ও অগ্রাধিকার নির্ণয়	অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটি/TGP	সেপ্টেম্বর	সংকলন এবং সুপারিশ
উন্নয়ন উদ্যোগ ও সম্পদের চিত্রায়ন	হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের সাথে TGP (ইউনিয়নসমূহ, পৌরসভা, NGO/CSO এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে)	সেপ্টেম্বর	হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের/ অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করবে। TGP অন্যান্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে।
রূপকল্প নির্ধারণ	উপজেলা কমিটিসমূহ এবং TGP এর সহায়তায় উপজেলা পরিষদ	সেপ্টেম্বর	আলোচনা, বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও ফলাফল (Outcomes) নির্ধারণ এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুতকরণ	TGP এর সহায়তায় অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটি	সেপ্টেম্বর	আলোচনা, বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, এবং খসড়া প্রস্তুতকরণ
অংশীজনদের সাথে খসড়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেয়ার করা	অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটি ও TGP এর সহায়তায় উপজেলা পরিষদ	সেপ্টেম্বর	অন্তর্ভুক্তি ও অংশগ্রহণমূলক পরামর্শ গ্রহণ নিশ্চিতকরণ
উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অনুমোদন	উপজেলা পরিষদ	অক্টোবর	সিদ্ধান্ত গ্রহণ
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রকাশনা এবং প্রচারণা	অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটি ও TGP এর সহায়তায় উপজেলা পরিষদ	অক্টোবর	স্থানীয় সরকার বিভাগ ও উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার এর নিকট প্রেরণ এবং উপজেলার জনসাধারণের কাছে শেয়ারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন	হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ ও অন্যান্য বাস্তবায়নকারী সংস্থা / কমিটি	চলমান	
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	অর্থ, বাজেট পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটি ও পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি দল (TGP)	চলমান	বার্ষিক পরিবীক্ষণ এবং প্রয়োজনে সংশোধন

৩.৩.২ উপজেলা পরিষদ কর্তৃক বিস্তারিত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা/ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্ম পরিকল্পনা পর্যালোচনা এবং অনুমোদন

অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি ও TGP কর্তৃক প্রণীত পঞ্চবার্ষিক এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্মপরিকল্পনার বিষয়ে উপজেলা পরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। উপজেলা পরিষদ আলোচনার মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ধাপ ও সময়সূচি চূড়ান্ত করবে এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ করবে। উন্নয়ন পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য উপজেলা পরিষদের বিশেষ সভা আয়োজনের প্রয়োজন হতে পারে।

৩.৩.৩ হস্তান্তরিত বিভাগ কর্তৃক অংশীজনদের সাথে পরামর্শকরণ

এই প্রক্রিয়ায় উপজেলা পরিষদ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, NGO, পেশাজীবী সংগঠন ও সাধারণ নাগরিকবৃন্দের নিকট থেকে মতামত ও পরামর্শ আহ্বান করতে পারে। সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত রেকর্ড করে উপজেলা পরিষদ কর্তৃক তা সংরক্ষণ করবে[৯]। হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ ইউনিয়ন ও পৌরসভা পর্যায়ে চাহিদা নিরূপণের দায়িত্ব পালন করবে। এ ক্ষেত্রে তারা উপজেলায় অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের স্বার্থে টাউন লেভেল কোঅর্ডিনেশন কমিটি (TLCC) এবং ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি (UDCC) এর সাথে পরামর্শ বৈঠক আয়োজনের জন্যও দায়িত্বপ্রাপ্ত। ইউনিয়ন ও পৌরসভা পর্যায়ে খাতওয়ারি চাহিদা নিরূপণের জন্য বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, NGO, CBO, CSO ও ব্যক্তি-খাতের সাথেও মতবিনিময় সভা আয়োজন করতে পারে।

৩.৩.৪ উপজেলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও সম্পদের চিত্রায়ন

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ হচ্ছে 'বিরাজমান বাস্তব অবস্থার একটি চিত্রায়ন'। এটি পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ যা বর্তমান সমস্যা ও বিষয়গুলোর পাশাপাশি ভবিষ্যতের প্রয়োজন ও চাহিদাসমূহ নিরূপণ করে এবং পদ্ধতিগতভাবে সেই সমস্যাগুলো সমাধানের এবং কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনের সবচেয়ে কার্যকর উপায়গুলো চিহ্নিত করে। পরিস্থিতি বিশ্লেষণের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সন্নিবেশন করার মত কর্মকাণ্ডসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা লভ্য সম্পদ ব্যবহার করে কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করবে। পরিস্থিতি বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তসমূহ হলো: ক) জনসংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য; খ) আর্থ-সামাজিক তথ্য; গ) এসডিজি সূচকসমূহ; ঘ) উন্নয়ন চাহিদা নিরূপণ; ঙ) পরিবেশগত প্রভাব; চ) ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ (গাইডলাইনের শেষের দিকে **ফরম্যাট ১**: মৌলিক জনসংখ্যাতাত্ত্বিক, অবকাঠামোগত এবং আর্থ-সামাজিক তথ্য-উপাত্ত এবং **ফরম্যাট ২**: পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ফরম্যাট সংযুক্ত করা হয়েছে)। পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক- উভয় পরিকল্পনার জন্যই উপজেলা পরিষদ এবং অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটির পক্ষে TGP ফরম্যাট ১ এবং ২ এর তথ্য সংগ্রহ করবে। এ ক্ষেত্রে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের দায়িত্ব হচ্ছে উপজেলাস্থ ইউনিয়ন পরিষদ (যেমন UDCC), পৌরসভা (যেমন TLCC), NGO সমূহ এবং উন্নয়ন সহযোগীদের থেকে খাতভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত এবং উন্নয়ন চাহিদা সংগ্রহ করা। মৌলিক জনসংখ্যাতাত্ত্বিক এবং আর্থ-সামাজিক তথ্য হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ওয়েবসাইটেও অনেক সময় এসব তথ্য পাওয়া সম্ভব।

হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের সহযোগিতায় TGP উপজেলা পর্যায়ে চলমান ও পরিকল্পিত উন্নয়ন উদ্যোগসমূহের তথ্যের ভিত্তিতে সম্পদের চিত্রায়ন সম্পন্ন করবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা (যেমন খাতওয়ারি উন্নয়ন পরিকল্পনা), সংসদ সদস্য, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ (যেমন ইউনিয়ন ও পৌরসভা), NGO সমূহ, বেসরকারি খাত এবং অন্যান্য উৎসের সকল উন্নয়ন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত হবে। জাতীয় খাতওয়ারি উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং ইউনিয়ন ও পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কর্মকর্তাগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। এ ক্ষেত্রে তারা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহের পাশাপাশি ইউনিয়ন ও পৌরসভার সাথে নিয়মিত ঘনিষ্ট যোগাযোগ ও নেটওয়ার্ক বজায় রাখবেন। পরিস্থিতি বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় এটি একটি গুরত্বপূর্ণ বিষয়। এ ক্ষেত্রে উপজেলায় ভিন্ন-ভিন্ন উৎস থেকে লভ্য উন্নয়ন তহবিলের তথ্যের জন্য ফরম্যাট ৩ ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতকালে সম্পদের চিত্রায়ন হালনাগাদ করা প্রয়োজন।

৩.৩.৫ বাজেট প্রাক্কলন এবং অগ্রাধিকার নির্ণয়

সাধারণত উপজেলার উন্নয়ন কার্যক্রম প্রণয়নে/পরিচালনায় পরবর্তী কয়েক বছরের প্রাপ্য সম্পদের পরিমাণ নির্ণয় করা কঠিন। এই বিবেচনায় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে চলমান বছরের প্রাক্কলিত বাজেটকে (ছক-২) ৫ গুণ করে সম্ভাব্য বাজেটের একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা যেতে পারে (ফরম্যাট ৪)। একইভাবে উপজেলায় চলমান খাতওয়ারি উন্নয়ন উদ্যোগের ৫ গুণ করে

[৯] উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ১২, স্মারক নং ১০৫৭, নভেম্বর ২, ২০১৪

সম্পদ বিবরণী সম্পন্ন করা যেতে পারে। সম্পদ চিত্রায়নের বিবরণী অনুশীলন আরও কার্যকর এবং অর্থবহ হবে যখন উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হবে।

হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের দ্বারা সম্পাদিত বিভিন্ন খাতের পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ফলাফল পর্যালোচনার মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য উন্নয়ন অগ্রাধিকার খাত নির্ধারণ করবে। উপজেলা পরিষদকে পরবর্তী পাঁচ বছরের আর্থিক সংস্থানের পরিমাণ নিরূপণ করতে হবে। এই দুটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিধি এবং উন্নয়ন অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারে।

বিদ্যমান আর্থিক ও কারিগরি সক্ষমতায় উপজেলার সাধ্যের বাইরে যে সকল ক্ষেত্র অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত, সেগুলোর ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদ হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের জেলা এবং জাতীয় পর্যায়ের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করতে পারে।

৩.৩.৬ রূপকল্প নির্ধারণ

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে উপজেলা পরিষদ তার রূপকল্প, উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং উন্নয়নের প্রত্যাশিত ফলাফল এমনভাবে নির্ধারণ করবে যাতে করে পরবর্তী পাঁচ বছরে সমস্যাসমূহের (উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতাসমূহ) প্রতিকার সম্ভবপর হয়।

জনসাধারণের মতামতের ভিত্তিতে প্রণীত উপজেলার রূপকল্প বা উপজেলার কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যৎ চিত্রে থাকবে উপজেলা তার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে কি কি করতে চায় এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে উপজেলা কোথায় যেতে চায় তার একটি বাস্তবভিত্তিক প্রতিচ্ছবি।

আগেও বলা হয়েছে যে, রূপকল্পে দীর্ঘ মেয়াদের একটি কাঙ্ক্ষিত চিত্র থাকা যুক্তিযুক্ত এবং রূপকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অংশগ্রহণমূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ, এর মাধ্যমে জনসাধারণের জীবন ও জীবিকার প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে থাকে।

৩.৩.৭ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচকসহ ফলাফল নির্ধারণ এবং খসড়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন

পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো রূপকল্পের সাথে সরাসরি সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। উপজেলা পরিষদ পরিস্থিতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারণ করবে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে পরবর্তী পাঁচ বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনায় উপজেলা পরিষদের বিবেচনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু খাতকে (সকল খাতে নয়) অগ্রাধিকার প্রদান করবে। অগ্রাধিকার খাতের চিহ্নিত উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা এবং সমস্যা দূরীকরণের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় লক্ষ্য (Goal) এবং ফলাফল (Outcome) নির্ধারণ করা হয়। উক্ত ফলাফল সাধারণতঃ বিবৃতি আকারে প্রকাশ করা হয়, যেমনঃ উপজেলাসমূহ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে পরবর্তী পাঁচ বছরে কি পরিবর্তন বা ফলাফল (Result) লাভ করতে চায়। উপজেলা পরিষদ পরিবর্তন ও ফলাফল (Outcome) পরিমাপ করার জন্য যথাযথ সূচক নির্দিষ্ট করবে। **ফরম্যাট- ৫'এ** (উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্দেশিকার পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খাতসমূহের লক্ষ্য ও ফলাফল নির্ধারণের জন্য একটি আদর্শ ফরম্যাট সংযুক্ত করা হলো।

খসড়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, উপজেলার মধ্যমেয়াদী উন্নয়ন নীতিমালা ও কৌশল সম্বলিত সামগ্রিক ডকুমেন্ট হচ্ছে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রূপকল্প, লক্ষ্য, পরিমাপযোগ্য সূচকসহ প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণের মাধ্যমে উন্নয়ন অগ্রাধিকারের দিক নির্দেশনা থাকে। এতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চক্র পরিচালনার জন্য উপজেলা পরিষদের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, দায়িত্ব ও কর্তব্যের উল্লেখ থাকবে। নির্ধারিত পাঁচ বছর সময়কালে উপজেলা উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে এটিকে জীবন্ত দলিল (Living Document) হতে হবে যা উক্ত পরিকল্পনার মেয়াদকালে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সর্বদাই উদ্ধৃতিযোগ্য হয় বা যার সাহায্য নেয়া যায়।

অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি TGP এর সহায়তায় খসড়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে এবং তা অনুমোদনের জন্য উপজেলা পরিষদে পেশ করবে। খসড়া প্রণয়নকালে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ/ সূচিপত্র অনুসরণ করা যেতে পারে।

১। মলাট (Cover Page)
২। বাণী (Foreword)
৩। উপজেলার মানচিত্র (Map of the Upazila)
৪। জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ও আর্থ-সামাজিক মৌলিক তথ্য ও উপাত্ত (Basic Demographic and Socio-Economic Data and Information) (**ফরম্যাট ১** দ্রষ্টব্য)
৫। পরিস্থিতি বিশ্লেষণ (Situation Analysis) (**ফরম্যাট ২** দ্রষ্টব্য)
৬। বাজেটের সার-সংক্ষেপ (Budget Summary) (**ফরম্যাট ৪** দ্রষ্টব্য)
৭। বিভিন্ন উৎস থেকে উপজেলা এলাকায় উন্নয়ন কর্মসূচি (**সম্পদের চিত্রায়ন**) (Resource Mapping) (**ফরম্যাট ৩** দ্রষ্টব্য)
৮। রূপকল্প বিবরণী (Vision Statement)
৯। খাতওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা ও ফলাফল (Sector Goals and Outcomes) (**ফরম্যাট ৫** দ্রষ্টব্য)
১০। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্ল্যানিং ফরম্যাট (FYP Planning Format) (**ফরম্যাট ৬** দ্রষ্টব্য)
১১। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা (M & E Plan)
১২। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি ও TGP এর সদস্যদের তালিকা

খসড়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রতিটি ধাপে সিদ্ধান্তে পৌঁছার যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা উল্লেখ থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ (উপরোক্ত প্রদর্শিত সূচিপত্রের ৪-১০ পর্যন্ত ক্রমিকের প্রতিটির ক্ষেত্রে)। বিশেষ করে নিম্নোক্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর পেতে এটি সহায়ক হতে পারে:

- সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য কি কি বিশ্লেষণ করা হয়েছিল? (উদাঃ যৌক্তিকতা)
- কোন সিদ্ধান্ত (সমূহ) নেয়া হয়েছিল? (উদাঃ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত)
- কীভাবে সিদ্ধান্তগুলো নেয়া হয়েছে? (উদাঃ বৃহত্তর অংশীজনদের সাথে পরামর্শ)

এই প্রক্রিয়ায় সকল অংশীজন ও অংশীদারদের কাছে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হবে একটি স্ব-ব্যাখ্যামূলক ও সহজবোধ্য ডকুমেন্ট। এটি এমন হবে যে, পাঠকেরা যেন এটা পড়ে উপজেলা উন্নয়ন নীতি ও কৌশল সম্পর্কে খুব সহজেই বুঝতে ও জানতে পারেন।

৩.৩.৮ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে খসড়া পরিকল্পনা শেয়ার করা

খসড়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি প্রণয়ন এবং তা উপজেলা পরিষদের সভায় পর্যালোচনার পর উপজেলা পরিষদ উক্ত খসড়া পরিকল্পনা সংসদ সদস্য, জেলা প্রশাসক, উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার এবং সকল ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভাসমূহে প্রেরণ করবে। উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি ও সচেতন নাগরিকদের খসড়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করার জন্য এই সভায় আমন্ত্রণ জানাবে। উল্লেখ্য, উপজেলা পরিষদ আইনের বিধান অনুসারে, পরিষদের সভায় কোন বিশেষ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন যে কোন ব্যক্তিকে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে তাঁর মতামত প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারে[১০]।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সার-সংক্ষেপ উপজেলার নোটিশ বোর্ড ও উপজেলার ওয়েব সাইট ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অফিসের নোটিশ বোর্ডে জনগণের অবলোকন ও মন্তব্য প্রদানের জন্য প্রদর্শন করতে হবে।

৩.৩.৯ উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুমোদন

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও অংশীদারদের মতামতের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ সভায় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুমোদিত হবে। প্রয়োজনে, উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুমোদন করার জন্য একটি বিশেষ সভা আহ্বান করতে পারে।

[১০] উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮, ধারা ২৮, উপ-ধারা (২)

৩.৩.১০ অনুমোদিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রকাশ ও প্রচার

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুমোদনের পরে তা স্থানীয় সরকার বিভাগ, সংসদ সদস্য (উপদেষ্টা, উপজেলা পরিষদ), জেলা প্রশাসক, উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, সকল ইউনিয়ন ও পৌরসভা ও অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও গণমাধ্যমে প্রেরণ করবে। উপজেলার তথ্য বইতে অন্যান্য তথ্যের সাথে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট সংক্রান্ত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। অধিকন্তু, ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা উপজেলা পরিষদ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে টানাতে হবে এবং উপজেলা পরিষদের ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে। সেই সাথে, জেলা ওয়েব পোর্টালে পরিকল্পনাটি আপলোড করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩.৩.১১ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা উপজেলার মধ্যমেয়াদী উন্নয়ন কাঠামোর ভিত্তি। আর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হলো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের একটি মাধ্যম বা কৌশল। অতএব, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে প্রণয়ন করতে হবে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সকল উন্নয়ন কার্যক্রম (প্রকল্প/স্কিম) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফলের সাথে সঙ্গাতিপূর্ণ হতে হবে। একইভাবে বার্ষিক বাজেট প্রস্তুতির সময়েও এ কথা মনে রাখতে হবে যে, এই বাজেট যেন অবশ্যই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সঙ্গাতি রেখে প্রস্তুত করা হয়।

৩.৩.১২ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অংশ হিসেবে উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা, সম্পদ ব্যবহার এবং উন্নয়নের ফলাফলসমূহ পরিবীক্ষণ ও তদারকি করবে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, তদারকি ও অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে উপজেলা পরিষদকে[১১] সহযোগিতা করবেন।

পরিবীক্ষণের সময় পূর্ব-নির্ধারিত সূচকের ভিত্তিতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও প্রত্যাশিত ফলাফলের অগ্রগতি ও অর্জন নিরূপণের জন্য নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করতে হবে। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি TGP এর সহযোগিতায় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বার্ষিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ করবে। TGP উপজেলার আর্থ-সামাজিক তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে ভিত্তি-বছরের (Base Year) সাথে তুলনার মাধ্যমে কী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা পরীক্ষা করে দেখবে এবং এই প্রক্রিয়ায় বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করে দেখবে যে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রত্যাশিত লক্ষ্য ও ফলাফল অর্জিত হচ্ছে কি না। প্রাপ্ত তথ্যাদির (যেমন- ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন; ফরম্যাট ১২) ভিত্তিতে অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি উপজেলা পরিষদের কাছে একটি বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন পেশ করবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের তৃতীয় বছর উপজেলা পরিষদ একটি মধ্যমেয়াদী পর্যালোচনা (Mid-term Review) পরিচালনা করবে। মধ্যমেয়াদী পর্যালোচনার ভিত্তিতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রয়োজন অনুসারে সংশোধন/ হালনাগাদ করা যেতে পারে। পর্যালোচনার বিষয়বস্তুর মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে:

- বিলম্ব হয়েছে কিনা, হয়ে থাকলে বিলম্বের কারণ;
- পরিস্থিতির পরিবর্তন, স্থানীয় জনগণের চাহিদা বা অগ্রাধিকারের পরিবর্তন;
- জরুরি চাহিদাজনিত পরিবর্তন যেমন দুর্যোগ, দুর্ঘটনা ও অন্যান্য (Disasters, Accidents and Others)।

[১১] হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, প্রজ্ঞাপন নংঃ ১৪২২, তারিখঃ ১৭/০৬/২০১৪

কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলে এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতাধীন বিষয়ে ও সম্পদের বহুলাংশ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধন করা যেতে পারে (প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী ও বিশেষ জরুরি অবস্থার প্রেক্ষিতে)।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদান্তে উপজেলা পরিষদ **চূড়ান্ত মূল্যায়ন** করবে। এই কাজটির নিরপেক্ষতা নিশ্চিতকল্পে তৃতীয় পক্ষকে দিয়ে করাতে হবে। এই মূল্যায়নের ফলাফল স্থানীয় সরকার বিভাগে জমা দিতে হবে এবং একইসাথে উপজেলার নাগরিকদেরকেও জানানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান পরবর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় ব্যবহার করতে হবে, যা PDCA চক্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

অধ্যায় চার: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন

৪.১ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল বিষয়বস্তু

উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা[১২] প্রস্তুত করা হয়। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনের জন্য বছরভিত্তিক পরিকল্পনাই হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা। একবছরে অর্জন করা সম্ভব এমন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় উল্লেখ থাকবে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ: ক) উপজেলা পরিষদ সংশ্লিষ্ট বছরে কোন্ কোন্ উন্নয়ন প্রকল্প/স্কিম বাস্তবায়ন করতে চায়; খ) কোন্ কোন্ অভীষ্ট অর্জন করতে চায় এবং গ) কিভাবে স্কিম/প্রকল্প কার্যক্রমের বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা করা হবে তার বিবরণ। এতে স্পষ্টভাবে কাঙ্ক্ষিত ফলাফলও উল্লেখ থাকবে। উল্লেখ্য, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অভীষ্ট এবং প্রকল্পসমূহ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার নির্ধারিত আওতার মধ্যে রাখাটা বাঞ্চনীয়। অন্য কথায় বলা যায় যে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অভিষ্ঠ এবং প্রকল্পসমূহ অবশ্যই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

৪.২ উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের (AP cycle) মূল ধাপসমূহ

স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী[১৩] উপজেলা পরিষদ প্রতি অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত (Responsible)। পাঁচ বছর সময়ের মধ্যে প্রতি বছর প্রণীতব্য বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাটি মধ্যমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা (অর্থাৎ, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) চক্রের লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অণুঘটকের (Building Block) কাজ করবে।

চিত্র-২ এ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধাপ বর্ণনা করা হলো। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা[১৪] প্রণয়নের গুরুত্বপূর্ণ ধাপসমূহ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ধাপগুলোর অনুরূপ। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর যখন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হবে তখন বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার কিছু ধাপ (যেমন আর্থ-সামাজিক তথ্য সংগ্রহ, পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, সম্পদের চিত্রায়ন) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ধাপের সাথে একত্রে সম্পন্ন করা যেতে পারে। অন্যান্য বছরে, উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতির জন্য ঐসব তথ্য ও উপাত্ত হালনাগাদ করবে।

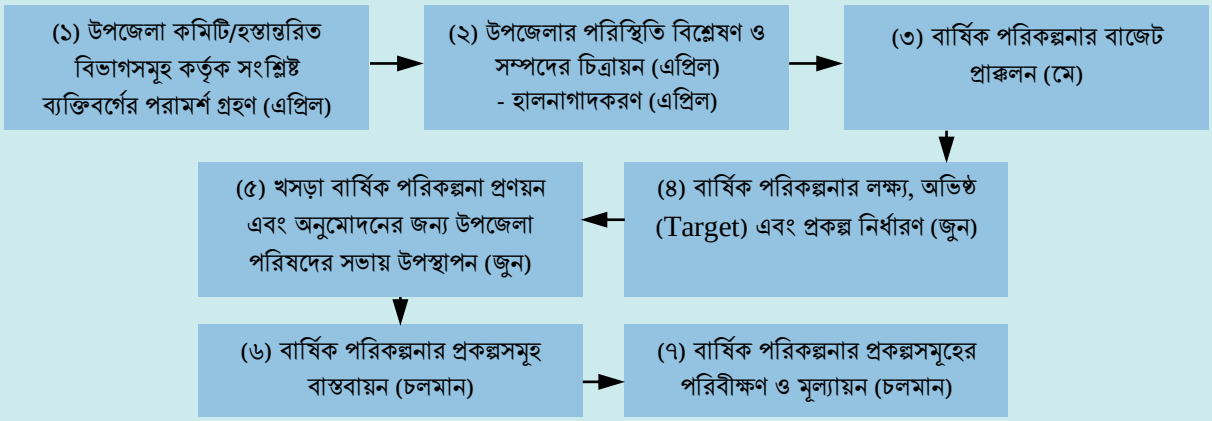

চিত্র ২- বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রধান ধাপসমূহ

[১২] উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ এর ধারা (৪২)

[১৩] উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন নির্দেশিকা এর অনুচ্ছেদ (৩), স্মারক নং- ১০৫৭, তারিখঃ ০২/১১/২০১৪

[১৪] বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রটি ১ জুলাই থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত শুরু হওয়া প্রতিটি অর্থবছরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। যেহেতু উপজেলা নির্বাচন সাধারণত মার্চ-জুন প্রতি পাঁচ বছরে হয়, তাই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং প্রথম বর্ষের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতি জুন থেকে শুরু করতে হবে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চক্রের পরবর্তী বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোর জন্য, মার্চ/এপ্রিলের শুরুতে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতি প্রক্রিয়া শুরু করা উচিৎ যাতে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা আর্থিক বছরের শুরু থেকে (১ জুলাই) তার প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন শুরু করবে।

৪.২.১ উপজেলা কমিটি এবং হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কর্মকর্তাদের অংশীজনদের পরামর্শ গ্রহণ (এপ্রিল)

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য উপজেলা পরিষদ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, NGO, স্থানীয় পেশাজীবী এবং সাধারণ নাগরিকের কাছ থেকে মতামত আহ্বান করতে পারেন। উপজেলা কমিটি এবং হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ অংশীজনদের কাছ থেকে তাদের এলাকার চাহিদা এবং সুপারিশসমূহও শুনতে পারেন। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সাথে সাথে প্রতিবার উপজেলায় এ জাতীয় পরামর্শ নেয়া উচিৎ। এর মাধ্যমে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজটি ফলপ্রসূভাবে সম্পন্ন করা সম্ভবপর হবে।

৪.২.২ উপজেলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং সম্পদের চিত্রায়ন (এপ্রিল)

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উপজেলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয়। আর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় এই পরিস্থিতির মধ্যে কোন পরিবর্তন হয়ে থাকলে তা আমলে নিয়ে প্রয়োজনীয় হালনাগাদ করা হয়। উপজেলার আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণে এটি একটি কার্যকর প্রক্রিয়া। প্রতি পাঁচ বছর পর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ কালে একইসাথে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্যও পরিস্থিতি বিশ্লেষণ সম্পন্ন করা যেতে পারে। তবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা যে বছর একত্রে প্রণীত হবে তার প্রথম বছরে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ একই রকম হবে। পরবর্তী বছরে এতে পরিবর্তন আসতে পারে।

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের জন্য বেশিরভাগ তথ্য ও উপাত্ত উপজেলার হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ (TLDs) সরবরাহ করবে। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি TGP এর সহায়তায় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ সম্পন্ন করে উপজেলা পরিষদের বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পেশ করবে। উপজেলার চলমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণের জন্য নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর দিকে নজর দিতে হবেঃ

- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার পর, উপজেলার আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্তের ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আছে কি না (অর্থাৎ উদ্ভূত কোন সমস্যা এবং চাহিদা যা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় যে বিবেচনায় নেয়া সম্ভব হয়নি তা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা এবং সে বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া অত্যন্ত জরুরি)?
- পরিস্থিতি কি উন্নতির দিকে যাচ্ছে না অবনতির দিকে?
- উদ্ভূত চাহিদা ও সমস্যা সমাধানের জন্য উপজেলা কি কি সম্ভাব্য কার্যক্রম (পদক্ষেপ/প্রকল্প) নিতে পারে?
- বিবেচ্য বছরে উক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য কি পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যাবে?

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে (গাইডলাইনের শেষে সংযুক্তি ২ দ্রষ্টব্য) উপজেলা পরিষদ তাদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার কৌশল প্রণয়ন করবে এবং অগ্রাধিকার প্রকল্প / স্কিমের তালিকা তৈরি করবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সম্পদ চিত্রায়নের উপর বিশেষ গুরত্ব আরোপ করা হয়েছে। কারণ, উপজেলা পরিষদ তার আওতাধীন এলাকায় এক বছরে ব্যয়িত মোট উন্নয়ন তহবিলের মাত্র ৫-৭% ব্যয় করে। এ কারণে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সম্পদের চিত্রায়ন জরুরি। আগেই বলা হয়েছে যে, প্রথম বর্ষের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একই তথ্য ও উপাত্ত ব্যবহার করা যেতে পারে। পরবর্তী বছরের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির জন্য উক্ত তথ্য ও উপাত্ত হালনাগাদ করা গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ বিবেচনা করতে পারবে যে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় বাজেটের মোট সম্পদ নির্দিষ্ট কোন বছরে কোথায় কোথায় ব্যবহার করা যেতে পারে। জাতীয় পর্যায়ের, জেলার, ইউনিয়নসমূহের এবং পৌরসভাগুলির উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে আরও ভাল সমন্বয় ও সহযোগিতা নিশ্চিত করে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ পরিপূরকতা এবং সাযুজ্য (Synergy) তৈরি করতে পারে।

৪.২.৩ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার বাজেট প্রাক্কলন

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার বাজেট প্রাক্কলন করার নিমিত্তে কোন একটি বছরে উপজেলার উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর্থায়নের জন্য কি পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাবে তা জানা গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়ন তহবিল পরিচালনা ও এর সবচেয়ে দক্ষ ও কার্যকর ব্যবহারের দায়িত্ব উপজেলা পরিষদের। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, একটি উপজেলা তার বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের বাইরে কোন প্রকল্প হাতে নিতে পারবে না।

উন্নত আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য, ফরম্যাট ৪ (ছক ২) ব্যবহার করে পরবর্তী বছরের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য বাজেটের আর্থিক অভিক্ষেপ (Financial Projection) তৈরি করা যেতে পারে।

ছক ২: উপজেলা পরিষদের বাজেট (বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মোট প্রাক্কলিত বাজেট)

বিবরণ		পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত	চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট	পরবর্তী বছরের সম্ভাব্য বাজেট
অংশ ১	**রাজস্ব হিসাব**			
	প্রাপ্তি			
	রাজস্ব			
	অনুদান			
	মোট প্রাপ্তি			
	বাদ রাজস্ব ব্যয়			
	রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ ঘাটতি (ক)			
অংশ ২	**উন্নয়ন হিসাব**			**<u>পরিমাণ ঘ</u>**
	উন্নয়ন অনুদান			
	অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা			
	মোট (খ)			
	মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক + খ)			
	বাদ উন্নয়ন ব্যয়			
	সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ ঘাটতি			
	যোগ প্রারম্ভিক জের (১ জুলাই)			**<u>পরিমাণ গ</u>**
	সমাপ্তি জের			

ছক ২ এ প্রদর্শিত **'গ'** এবং **'ঘ'** এর মোট পরিমাণ হচ্ছে আগামী বছরের জন্য উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য সম্ভাব্য মোট বরাদ্দ। পরিমাণ 'গ' চলতি বছরের রাজস্ব উদ্বৃত্তের অংশবিশেষ যা উপজেলা পরিষদ পরের বছরের উন্নয়ন তহবিলে স্থানান্তর করবে। পরিমাণ 'ঘ' হচ্ছে সরকার প্রদত্ত বর্তমান বছরের এডিপি এর পরিমাণ (বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য চলতি বছরের সমপরিমাণ এডিপি বরাদ্দ বিবেচনায় নেয়া সমীচীন) এবং অন্যান্য উন্নয়ন বাজেট (যেমনঃ ইউজিডিপি প্রদত্ত তহবিল) ইত্যাদি।

৪.২.৪ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অভীষ্ট নির্ধারণ এবং প্রকল্প নির্বাচন

উপজেলা পরিষদ একটি নির্দিষ্ট বছরে স্থানীয় সমস্যা নিরসনে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং অভীষ্ট নির্ধারণ করবে। উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার নির্দিষ্ট লক্ষ্য (Goal), উদ্দেশ্য (Objective) এবং অভীষ্ট (Target) নির্ধারণে উপজেলায় রূপকল্প এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ মূল ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে। **ফরম্যাট ৫** (গাইডলাইনের শেষে সংযুক্ত)-এ পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচকসহ ফলাফল নির্ধারণের জন্য একটি আদর্শ নমুনা প্রদান করা হয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহের মধ্য থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থির করতে হবে এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সম্ভাব্য বাজেটের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এই লক্ষ্যসমূহ ৩ থেকে ৫ টি খাতের মধ্যে সীমিত রাখা সমীচীন হবে।

অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নির্ধারণ হয়ে গেলে, উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় অর্থায়নের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করতে পারে। এ কাজে **ফরম্যাট ১১** ব্যবহার করা যেতে পারে। সারা বছর ধরে মানসম্পন্ন প্রকল্প প্রস্তাব নিশ্চিতকল্পে উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবগুলোকে তালিকাভুক্ত করে রাখতে পারে। এই তালিকার কোন প্রকল্প যদি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অর্থায়নের জন্য বাছাইকৃত হয়, তবে নতুন আর্থিক বছরের শুরুতে কোন বিলম্ব ছাড়াই দরপত্র আহ্বান অথবা প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু করা সম্ভব হবে। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত বার্ষিক উন্নয়ন

পরিকল্পনার লক্ষ্যের ভিত্তিতে ইউনিয়ন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকেও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অর্থায়নের আওতায় প্রকল্প প্রস্তাব আহ্বান করতে পারে।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অনুযায়ী **প্রকল্প বাছাই কমিটি (**PSC**)** প্রকল্প প্রস্তাবসমূহ পর্যালোচনা এবং প্রকল্প বাছাই করবে। বাছাইকৃত প্রকল্পগুলো ঐ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার বাজেটে অনুমিত সম্পদের সীমার মধ্যে থাকতে হবে। TGP ঐ বাছাইকৃত প্রকল্পের প্রস্তাবগুলো একত্রীকরণের (Compile) দায়িত্বও পালন করবে এবং উপজেলা পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকল্প সারসংক্ষেপে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করবে (**ফরম্যাট ১০**)। এটি শুধুমাত্র সেই অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করবে যা উপজেলার উক্ত বছরের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় অর্থায়ন করা সম্ভব হবে। এতে এমন কোন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না যা উক্ত বছরে উপজেলার অর্থায়নে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। অবশ্য এই ক্ষেত্রে কিছু অতিরিক্ত প্রকল্প "অপেক্ষমাণ প্রকল্প" বা "পাইপলাইন প্রকল্প" হিসাবে তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে এবং কোনো উৎস থেকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অতিরিক্ত তহবিল পেলেই কেবল সেগুলোর বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

৪.২.৫ উপজেলার খসড়া বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উপজেলা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদন

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সর্বদা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে প্রণয়ন করা গুরুত্বপূর্ণ এবং বিবেচনায় রাখতে হবে যে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে যাতে উপজেলার রূপকল্প বিবরণী, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফল সর্বোচ্চ পর্যায়ে অর্জন করা সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন, যেমন ইউনিয়ন পরিষদ (UDCC এর মাধ্যমে), পৌরসভা (TLCC এর মাধ্যমে), NGO এবং বেসরকারি খাতের সাথে কার্যকর সমন্বয় এবং সহযোগিতা বজায় রাখবে। মনে রাখা জরুরি যে, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়া সর্বদাই অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অংশগ্রহণমূলক হতে হবে।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সূচির সাথে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সূচির মিল রয়েছে। কিন্তু বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় আরো নির্দিষ্ট এবং হালনাগাদকৃত তথ্য থাকবে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সূচি/প্রধান বিষয়বস্তু নিম্নরূপ:

১। মলাট (Cover Page)
২। বাণী (Foreword)
৩। উপজেলার মানচিত্র (Map of the Upazila)
৪। জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ও আর্থ-সামাজিক মৌলিক তথ্য ও উপাত্ত (Basic Demographic and Socio-Economic Data and Information) (গাইডলাইনের শেষে প্রদত্ত ফরম্যাট ১ দ্রষ্টব্য)
৫। পরিস্থিতি বিশ্লেষণ (Situation Analysis) (ফরম্যাট ৮ দ্রষ্টব্য)
৬। বাজেট প্রাক্কলন (Budget Estimate) (ফরম্যাট ৪ দ্রষ্টব্য)
৭। সম্পদের চিত্রায়ন (Resource Mapping) (ফরম্যাট ৩ দ্রষ্টব্য)
৮। রূপকল্প বিবরণী ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য (Vision Statement and FYP goals) (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অনুলিপি)
৯। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অভীষ্ট (AP Goals, Objectives and Targets) (ফরম্যাট ৯ দ্রষ্টব্য)
১০। প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ (Project Summary) (ফরম্যাট ১০ দ্রষ্টব্য)
১১। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা (M&E Plan)

উপরের সূচিতে বর্ণিত বিষয় ছাড়াও প্রকল্প প্রস্তাবনাসমূহ (ফরম্যাট ১১ দ্রষ্টব্য) বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে (ক্রমিক নং ১২ হিসাবে)।

উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা একটি স্ব-ব্যাখ্যামূলক ডকুমেন্ট বিধায় এতে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সন্নিবেশ করতে হবে যাতে উপজেলার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও অংশীজন সহজেই তা বুঝতে পারে। তাই নিম্নোক্ত প্রশ্নের আলোকে উল্লিখিত বার্ষিক

উন্নয়ন পরিকল্পনার সূচির ৪ থেকে ১০ নং ক্রমিকের প্রতিটি ধাপের মাঝে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে একটি যৌক্তিক কাঠামো তৈরি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ:

- সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য কি কি বিশ্লেষণ করা হয়েছিল (যৌক্তিকতা)?
- কি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল (চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত)?
- সিদ্ধান্তসমূহ কোন প্রক্রিয়ায় নেয়া হয়েছিল (সংশ্লিষ্ট কোন কোন ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করে)?

খসড়া বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাটি প্রণয়নের পর উপজেলা পরিষদ উক্ত খসড়া পরিকল্পনা সংসদ সদস্য, জেলা প্রশাসক, উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, ইউনিয়ন পরিষদসমূহ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যালয়ে প্রেরণ করবে এবং এর সার-সংক্ষেপ উপজেলার নোটিশ বোর্ড ও অন্যান্য অফিসের নোটিশ বোর্ডে জনগণের মতামত ও মন্তব্য গ্রহণের জন্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা নিবে। পরিকল্পনার একটি অনুলিপি উপজেলা পরিষদের ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদ মতামত ও মন্তব্য সংগ্রহের জন্য বৃহত্তর পরিসরে অংশীজনের সাথে একটি উন্মুক্ত সভা আয়োজন করতে পারে।

মতামত প্রাপ্তির পর সেগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে উপজেলা পরিষদ চূড়ান্ত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদন করবে। চূড়ান্ত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাটি প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এটি উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার এবং পরিচালক, স্থানীয় সরকার এর কাছে প্রেরণ করতে হবে এবং জনসাধারণের দেখার জন্য উপজেলা ওয়েবসাইটে দিতে হবে।

৪.২.৬ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদনের পর উপজেলা পরিষদ প্রশাসনিক পদ্ধতি অনুসারে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে[১৫]। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত সকল প্রকল্প/স্কিম/কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রাথমিক দায়িত্ব উপজেলা পরিষদের। যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য উচ্চস্তরের কারিগরি ও তত্ত্বাবধান সক্ষমতা প্রয়োজন সে ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদ হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, যেমন- এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলীর সহায়তা চাইতে পারে।

উপজেলা পরিষদ অর্থ বছরের শুরুতেই বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রথম কিস্তির বরাদ্দ নাও পেতে পারে। এ ক্ষেত্রে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকল্প বাস্তবায়নের বিলম্ব এড়ানোর জন্য উপজেলা পরিষদ শুরুতে কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য রাজস্ব উদ্বৃত্ত তহবিল ব্যবহার করতে পারে।

একটি ভাল ও কার্যকর অনুশীলনের অংশ হিসেবে উপজেলা পরিষদ সারা বছরের জন্য ভালো প্রকল্প প্রস্তাবনার তালিকা প্রস্তুত রাখতে পারে। তাছাড়া হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তাগণের (যেমন, উপজেলা প্রকৌশলী) দ্বারা বিভিন্ন অংশীজনদেরকে (যেমন- ইউনিয়ন, NGO ইত্যাদিকে) প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রস্তাবনার মানোন্নয়নের ব্যবস্থা নিতে পারে। এগুলো উপজেলা পরিষদকে বিলম্ব ছাড়াই বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকল্প/স্কিমসমূহ বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

৪.২.৭ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা

উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করবে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে উপজেলা চেয়ারম্যান প্রধান ভূমিকা পালন করবেন এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এ বিষয়ে তাঁকে সহযোগিতা করবেন। প্রকল্পের প্রতিটি বাস্তবায়নকারী দপ্তর/কর্তৃপক্ষের (যেমন- প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি) দায়িত্ব হলো অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটির নিকট ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন পেশ করা। অগ্রগতি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করার বিষয়ে অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটিকে TGP সহযোগিতা করবে (ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের জন্য **ফরম্যাট ১২** ব্যবহার করতে হবে)। উক্ত পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন উপজেলা পরিষদের নিয়মিত সভায় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে (অক্টোবর, জানুয়ারি ও

[১৫] এ ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুসরণ করতে হবে

এপ্রিল মাসে) পর্যালোচনার জন্য পেশ করতে হবে। এই পর্যালোচনাকালে উপজেলা পরিষদ প্রতিটি চলমান প্রকল্প/স্কীমের অভীষ্ঠের সূচক এবং/অথবা ব্যয়ের পরিমাণের দিক থেকে অগ্রগতি যথাযথ পর্যায়ে হচ্ছে কিনা- সে বিষয়ে বিশেষ নজর দেবে। উপজেলা পরিষদ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুসারে কোন প্রকল্প স্থগিত করা বা অন্য প্রকল্পে সম্পদ স্থানান্তর করার (নতুন জরুরি প্রয়োজন, চাহিদা বা অগ্রাধিকার বিচার সাপেক্ষে) সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময়সূচি ও তার পর্যালোচনা প্রক্রিয়া উপজেলা বাজেট প্রক্রিয়ার সাথে সঙ্গতি রেখে এমনভাবে করতে হবে যাতে পরিকল্পনা ও বাজেটের মধ্যে পরিষ্কার সমন্বয় নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। প্রতিবছর এপ্রিল মাসে উপজেলা পরিষদের বাজেট প্রণয়নের পূর্বে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পর্যালোচনা ও সংশোধন সম্পন্ন করতে হবে। প্রয়োজন অনুসারে উক্ত অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সংশোধন করা যেতে পারে। উক্ত সংশোধনী উপজেলা পরিষদের সভায় অবশ্যই অনুমোদিত হতে হবে।

অর্থ বছরের শেষে (জুলাই), TGP এর সহযোগিতায় অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে (**ফরম্যাট ১৩** দ্রষ্টব্য)। এই প্রতিবেদনে প্রতিটি প্রকল্পের প্রত্যাশিত ফলাফল এবং প্রাক্কলিত বাজেটের বিপরীতে বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি উল্লেখ করা ছাড়াও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলোর বিপরীতে সামগ্রিক অর্জনও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। চলতি বছরের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা থেকে লব্ধ গুরুত্বপূর্ণ শিখন (Lessons Learnt) পরবর্তী বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় ব্যবহার করতে হবে (এ বিষয়ে PDCA চক্রের ব্যবস্থাপনা দ্রষ্টব্য)।

পরিশিষ্ট

ফরম্যাট ১: উপজেলার জনসংখ্যা, অবকাঠামো ও আর্থ-সামাজিক মৌলিক তথ্য ও উপাত্ত

বিষয়	পরিমাণ/সংখ্যা	উৎস/বছর
উপজেলার রূপরেখা		
আয়তন	বর্গ কি.মি.	আদমশুমারি ২০১১
জনসংখ্যা	(নারী- ; পুরুষ- ; তৃতীয় লিঙ্গ-)	
খানা/ পরিবার		
প্রতিবন্ধী জনসংখ্যার সংখ্যা	(নারী- ; পুরুষ- ; তৃতীয় লিঙ্গ-)	
ভোটার সংখ্যা		
জনসংখ্যার ঘনত্ব	প্রতি বর্গ কি.মি.	
পৌরসভার সংখ্যা		
ইউনিয়নের সংখ্যা		
গ্রামের সংখ্যা		
গুরুত্বপূর্ণ সরকারি অবকাঠামো		
হাট-বাজার		
গ্রোথ সেন্টার (Growth Center)		
হাসপাতাল		
স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্র/কমিউনিটি ক্লিনিক		
ব্যাংকের শাখা		
ডাকঘর		
প্রাথমিক বিদ্যালয়		
মাধ্যমিক বিদ্যালয়		
বিশ্ববিদ্যালয়/ কলেজ		
মসজিদ		
মন্দির		
কবরস্থান		
নৌকার ঘাট		
পোষ্ট অফিস		
কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান		
গণ শৌচাগার		
পাঠাগার		
পার্ক/উন্মুক্ত স্থান		
পুকুরের সংখ্যা		
নদীর সংখ্যা		

এসডিজি'র গুরুত্বপূর্ণ সূচকসমূহ এবং টার্গেটসমূহ	**জাতীয় পর্যায়ে বেসলাইন তথ্য (বছর)**	**উপজেলার সর্বশেষ তথ্য (বছর)**	**২০৩০ সালের লক্ষ্যমাত্রা**
১.২.১ জাতীয় দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার মধ্যে দারিদ্রের হার (%) (এসডিজি- ১, টার্গেট ১.২)	২৪.৩% (বিশ্বব্যাংক, ২০১৬)		৯.৭%
২.২.২ পাঁচ (৫) বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হার (%) (এসডিজি ২, টার্গেট ২.২)	১৪.৩% (BDHS, ২০১৫)		<৫%
৩.১.১ মাতৃমৃত্যুর হার (প্রতি ১০০০ শিশুর জন্য) (এসডিজি ৩, টার্গেট ৩.১)	১৮১ (SVRS, ২০১৫)		৭০

৪.২.২ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অংশগ্রহণকারীর হার (সরকারি হিসাবে প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশের বয়সের সময়) (%) (এসডিজি ৪, টার্গেট ৪.২)	৩৯% (APSC, ২০১৫)		১০০%
৫.৫.১ স্থানীয় সরকারে প্রতিনিধিত্বকারী নারী প্রতিনিধির পরিমাণ (%) (এসডিজি ৫, টার্গেট ৫.৫)	২৩% (স্থানীয় সরকার বিভাগ, ২০১৬)		৩৩%
৬.১.১ নিরাপদ পানীয় জল ব্যবহারকারী জনসংখ্যার অনুপাত (%) (এসডিজি ৬, টার্গেট ৬.১)	৪২.৬%, (MICS, 2019)		১০০%
৭.১.১ বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতায় থাকা জনসংখ্যার অনুপাত (%) (এসডিজি ৭, টার্গেট ৭.১)	৭৮% (SVRS, ২০১৮)		১০০%
৮.৬.১ ১৫-২৪ বছর বয়সী যুবকদের মধ্যে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, বা প্রশিক্ষণে না থাকা যুবকের পরিমাণ (%) (এসডিজি ৮, টার্গেট ৮.৬)	২৮.৮৮% (QLFS, ২০১৫-১৬)		৩%
৯.গ.১ মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় থাকা জনসংখ্যার অনুপাত	2G- ৯৯% 3G- ৭১%		2G, 3G- ১০০%, 4G চালু হয়েছে ২০১৮ সালে
ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার			
স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ব্যবহারকারী পরিবার (%)			

ফরম্যাট ২: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিস্থিতি বিশ্লেষণের নমুনা ফরম্যাট

খাত	সমস্যা ও উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতার বিবরণ				সমস্যা সমাধানকল্পে সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলী (সম্পদের চিত্রায়নের উপর ভিত্তি করে)	আর কোন পদক্ষেপ নেয়া না হলে ৫ বছর পর পরিস্থিতি কেমন হবে, তার বিবরণ	৫ বছর পরের পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে পঞ্চবার্ষিক/ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় সুপারিশকৃত পদক্ষেপ/করণীয়
	মূল সমস্যাসমূহ (চ্যালেঞ্জসমূহ)	অবস্থান/ এলাকা	পরিমাণ/ বিস্তৃতি	সমস্যার কারণসমূহ			

ফরম্যাট ৩: বিভিন্ন উৎস থেকে উপজেলার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা/ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার উন্নয়ন কার্যক্রম (সম্পদ চিত্রায়ন)

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভীষ্ট উপকারভোগী ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অবস্থান (উপজেলার নাম)	মেয়াদ/ বাজেট
জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প (সকল জাতীয় খাতের উন্নয়ন উদ্যোগের বিবরণী TLD দ্বারা সম্পন্ন করা হবে)				
এমপি'র উন্নয়ন প্রকল্প				
স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান (ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন/বাস্তবায়িতব্য উন্নয়ন প্রকল্প (উন্নয়ন উদ্যোগের বিবরণী TLD দ্বারা সম্পন্ন করা হবে)				
NGO ও CSO এর প্রকল্প				
শিল্প / বাণিজ্য উদ্যোক্তা				
অন্যান্য প্রকল্প / উন্নয়ন কার্যক্রম				

ফরম্যাট ৪: পঞ্চবার্ষিক/বার্ষিক বাজেট

ফর্ম-ক

অর্থ-বছর……..

বিবরণ		পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত	চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট	পরবর্তী বছরের বাজেট
অংশ ১	**রাজস্ব হিসাব**			
	প্রাপ্তি			
	রাজস্ব			
	অনুদান			
	মোট প্রাপ্তি			
	বাদ রাজস্ব ব্যয়			
	রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ ঘাটতি (ক)			
অংশ ২	**উন্নয়ন হিসাব**			**পরিমাণ ঘ**
	উন্নয়ন অনুদান			
	অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা			
	মোট (খ)			
	মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক + খ)			
	বাদ উন্নয়ন ব্যয়			
	সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ ঘাটতি			
	যোগ প্রারম্ভিক জের (১ জুলাই)			**পরিমাণ গ**
	সমাপ্তি জের			

ফরম্যাট ৫: পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচকসহ ফলাফল

নং	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	ফলাফল	পরিমাপযোগ্য সূচক
১				
২				
৩				

ফরম্যাট ৬: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ফরম্যাট

অর্থ বছর: ..... হতে .....

প্রকল্প বিবরণী						অবস্থান	বাস্তবায়ন সূচি						বিনিয়োগ		প্রস্তাবনার উৎস
প্রকল্পের আইডি	কর্ম-সূচির নাম	কর্মকাণ্ডের বিবরণ	অভীষ্ট লক্ষ্য/ পরিমাণ	প্রত্যাশিত উপকারভোগী পুরুষ/নারী, শিশু, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী/ অন্যান্য	খাত	অবস্থান (ইউপি/ পৌরসভা-ওয়ার্ড নং)	বাস্তবায়নের প্রস্তাবিত বছর					বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয়	তহবিলের উৎস	প্রকল্পের প্রস্তাবকারী (ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান)
							১	২	৩	৪	৫				

ফরম্যাট ৭: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সামগ্রিক মূল্যায়নের সংক্ষিপ্তসার (অগ্রগতি, প্রভাব, ব্যয়, সমস্যা, সমাধান, শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত, শিখন ইত্যাদিসহ)					
১ ২ ৩					
নং	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভীষ্ট	শুরুর তারিখ/ মেয়াদ	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য/ কার্যক্রম/ পরিমাপযোগ্য সূচক অভীষ্ট	এ পর্যন্ত অর্জন (অর্জিত অভীষ্টের %)	বাজেট/ এ পর্যন্ত ছাড়কৃত পরিমাণ (%)
১					
উক্ত সময়ে উল্লেখ করার মত কোন বিষয়:					
২					
উক্ত সময়ে উল্লেখ করার মত কোন বিষয়:					
৩					
উক্ত সময়ে উল্লেখ করার মত কোন বিষয়:					
৪					
উক্ত সময়ে উল্লেখ করার মত কোন বিষয়:					
৫					
উক্ত সময়ে উল্লেখ করার মত কোন বিষয়:					
৬					
উক্ত সময়ে উল্লেখ করার মত কোন বিষয়:					
৭					
উক্ত সময়ে উল্লেখ করার মত কোন বিষয়:					

ফরম্যাট ৮: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিস্থিতি বিশ্লেষণের নমুনা ফরম্যাট

খাত	সমস্যা ও উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতার বিবরণ				সমস্যা সমাধানকল্পে সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলী (সম্পদের চিত্রায়নের উপর ভিত্তি করে)	১ বছর পর পরিস্থিতি কেমন হবে, তার বিবরণ	সুপারিশকৃত পদক্ষেপ/করণীয়
	সমস্যার ধরন	অবস্থান	পরিমাণ/ বিস্তৃতি	কারণ			

ফরম্যাট ৯: পরিমাপযোগ্য সূচকসহ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং অভীষ্ট

নং	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	উদ্দেশ্য	বার্ষিক পরিমাপযোগ্য অভীষ্ট
১				
২				
৩				

ফরম্যাট ১০: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকল্প সারসংক্ষেপ

অর্থবছর: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

প্রকল্পের বিবরণ						অবস্থান	বাস্তবায়নের সময়সূচি			বিনিয়োগ		পরিবীক্ষণ	
পরিচিতি ট্যাগ	প্রকল্পের শিরোনাম	বিবরণ	অভীষ্ট/ পরিমাণ	প্রত্যাশিত উপকারভোগী নারী/ পুরুষ/তৃতীয় লিঙ্গ/ শিশু/ প্রতিবন্ধী	খাত	অবস্থান	আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয়	তহবিলের উৎস	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/ বিভাগ	রেফারেন্স (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ক্রমিক নং)

ফরম্যাট ১১: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকল্প (স্কিম) প্রস্তাবনা: ফ্যাক্ট শিট

১ প্রকল্পের নাম			
২ বাস্তবায়নকারী সংস্থা		৩ প্রকল্পের অবস্থান	
৪ সম্ভাব্য শুরুর তারিখ		৫ প্রকল্পের মেয়াদকাল	
৬ প্রকল্পের বাজেট ও এর বিস্তারিত বিবরণ (Breakdown)		৭ অন্যান্য অংশীজনদের অবদান (অন্যান্য ইনপুট)	
৮ প্রকল্প ও স্কিমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা			
৯ উদ্দেশ্য			
১০ প্রত্যাশিত ফলাফল (পরিমাপযোগ্য আউটপুট)			
১১ বাস্তবায়ন ব্যবস্থা			

(সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

_____ _____

নামঃ তারিখঃ

ফরম্যাট ১২: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন: _____
প্রতিবেদনের মেয়াদ: _____ থেকে_____

উপজেলা: _____

জেলা: _____

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা:

- পঞ্চবার্ষিক/বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সামগ্রিক অগ্রগতি, মোকাবেলা করা সমস্যা/চ্যালেঞ্জ এবং তাঁর সমাধান, মোট বাজেটের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয়, ভালো অনুশীলন এবং শিখন চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি।
  - ত্রৈমাসিক শেষে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য-১ এর আওতায় মূল কার্য সম্পাদনের সামগ্রিক পরিস্থিতি ও সংক্ষিপ্তসার
    - ○
    - ○
  - ত্রৈমাসিক শেষে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য-২ এর আওতায় মূল কার্য সম্পাদনের সামগ্রিক পরিস্থিতি ও সংক্ষিপ্তসার
    - ○
    - ○

নং	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও কর্মকাণ্ড	অভীষ্ঠের (Target) সূচক	বাস্তব সম্পাদিত কাজ	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকল্প শিরোনাম	বর্তমান অবধি অর্জন [অভীষ্ঠ (Target) অর্জনের হার %]	বর্তমান অবধি বাজেট/মোট বিতরণ (%) (টাকায়)
১								

ফরম্যাট ১৩: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার কর্ম সম্পাদন প্রতিবেদন

কর্ম-সম্পাদন প্রতিবেদন: _____
প্রতিবেদনের মেয়াদ: _____ থেকে _____

উপজেলা: _____

জেলা: _____

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা:

- **পঞ্চবার্ষিক/বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সামগ্রিক অগ্রগতি, মোকাবেলা করা সমস্যা/চ্যালেঞ্জ এবং তাঁর সমাধান, মোট বাজেটের তুলনায় ব্যয়িত প্রকৃত ব্যয়, ভালো অনুশীলন এবং শিখন চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি।**
  - সামগ্রিক অর্জন:
  - মোকাবেলা করা সমস্যাসমূহ:
  - সমস্যার সমাধান:
  - মোট বাজেটের বিপরীতে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মোট ব্যয়:
  - ভাল অনুশীলনসমূহ:
  - যে কোন শিখন যেটা পরবর্তী বছর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় কাজে লাগবে:

- **বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য-১ এর আওতায় প্রকল্পগুলোর অর্জনের সংক্ষিপ্তসার:**
  -
- **বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য-২ এর আওতায় প্রকল্পগুলোর অর্জনের সংক্ষিপ্তসার:**
  -

নং	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও কর্মকান্ড	অভীষ্টের (target) সূচক	বাস্তব সম্পাদিত কাজ	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকল্প শিরোনাম	বর্তমান অবধি অর্জন [অভীষ্ট (target) অর্জনের হার %]	বর্তমান অবধি বাজেট/ মোট বিতরণ (%) (টাকায়)
১								